বার্ষিক প্রতিবেদন

মাদল

২০২২-২০২৩

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি

মোল্লাপাড়া, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী

Kncaraj.portal.gov.bd

Facebook: Rajshahi Divisional Ethnic Minority's Cultural Academy

YouTube: knca rajshahi.

বার্ষিক প্রতিবেদন

মাদল

২০২২-২০২৩

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি

মোল্লাপাড়া, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী
Kncaraj.portal.gov.bd
Facebook: Rajshahi Divisional Ethnic Minority's Cultural Academy
YouTube: knca rajshahi.

উপদেষ্টা
জি এস এম জাফরউল্লাহ, এনডিসি
বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী ও
সভাপতি
একাডেমি নির্বাহী পরিষদ
রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি

সার্বিক তত্ত্বাবধানে
কল্যাণ চৌধুরী
উপপরিচালক (অ:দা:)
রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি
ও
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), রাজশাহী

সম্পাদক
বেনজামিন টুডু
গবেষণা কর্মকর্তা
রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি

সহযোগি সম্পাদক
মানুয়েল সরেন
প্রশিক্ষক, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সঙ্গীত
মোহাম্মদ শাহজাহান
গবেষণা সহকারী,
রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি

সহেযোগিতায়:
মো: কাজী নাজমূল কবীর
জাকারিয়াস বিশ্বাস
এসারুজ্জামান খান মানিক

প্রচ্ছদ:
বেনজামিন টুডু

প্রকাশকাল: ০২ জুলাই ২০২৩ খ্রি.

মুদ্রণে: স্বাগতম অফসেট প্রোসেস এন্ড প্রিন্টিং, নিউ মার্কেট, রাজশাহী।
মোবাইল ঃ ০১৭১২-০৭৭২১১

বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী
ও
সভাপতি
একাডেমি নির্বাহী পরিষদ
রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি

বাণী

ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ ও গৌরবময় সংস্কৃতির দেশ আমাদের বাংলাদেশ। এদেশের অনন্য নৈসর্গিক সৌন্দর্য এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বর্ণিল ও বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দেশীয় সংস্কৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহণ ও আত্মত্যাগ, তাদের গভীর দেশপ্রেম, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের রকমারী ভাষা, উৎসব অনুষ্ঠান এদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ।

স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙ্গালী সংস্কৃতি ও এদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির বিকাশ, প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। জাতির পিতার সেই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে তাঁর সুযোগ্যা কন্যা মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার এদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃগাষ্ঠী সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের আদি ও চিরায়ত সংস্কৃতির বিকাশ, লালন, চর্চা, প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণের জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মধ্য দিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, রাজশাহী বিভাগের ৮টি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। "সংস্কৃতি সচেতন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এবং এপিএ এর সাথে সংযুক্ত করে উৎসব অনুষ্ঠান উদযাপন, বিভিন্ন দিবস পালন, নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন, সচেতনামূলক মতবিনিময় সভা ও সেমিনার আয়োজন, গবেষণা ও প্রকাশনা, বিলুপ্তপ্রায় সঙ্গীত সংগ্রহ ও অডিও ভিডিও নির্মাণ, বিভিন্ন ডকুমেন্টারী ফিল্ম নির্মাণ এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদান সংগ্রহ, প্রদর্শন ও সংরক্ষণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক উন্নয়নের কাজ চলমান রয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থ বছরের একাডেমির কার্যক্রমের বাৎসরিক প্রতিবেদন "**মাদল**" প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি একাডেমির নির্বাহী পরিষদের সকল সদস্য এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং এ প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জি এস এস জাফরউল্লাহ্ এনডিসি

উপপরিচালক, রাজশাহী বিভাগীয়
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি
ও
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), রাজশাহী

বাণী

"সংস্কৃতি সচেতন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি রাজশাহী বিভাগে বসবাসরত বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাদের চিরায়ত প্রথা, ভাষা, বিশ্বাস, আচার, রীতিনীতি, উৎসব অনুষ্ঠান, গান, নৃত্য, সাংস্কৃতিক উপাদান ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা তৈরীর জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজপতি ও সমাজনেতা, সচেতন নারী-পুরুষ ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিষয়ভিত্তিক মতবিনিময় সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং হারানো ও পুরোণো দিনের সাংস্কৃতিক উপাদান ও গান সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন, গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার ভিত্তিক ডকুমেন্টারী তৈরীর মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশ তরান্বিতকরণ এবং দেশীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে যোগসূত্র গড়ে তোলার প্রত্যয়ে একাডেমি নিবিড়ভাবে দায়িত্ব পালন করছে।

একটি প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদনে বছরব্যাপী প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে অবহিত করার প্রয়াস থাকে। সে প্রেক্ষিতেই রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি কর্তৃক এপিএ অনুযায়ী ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সম্প্রদায় সমূহের সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশের পাশাপাশি দেশজ শিল্প ও সংস্কৃতির প্রসার, সংরক্ষণ এবং সংস্কৃতি সচেতন ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা, সংস্কৃতি চর্চা ও গবেষণা জোরদারকারণ এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণে একাডেমি বছরব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছে।

একাডেমির নির্বাহী পরিষদের সভাপতি, রাজশাহী বিভাগের মান্যবর বিভাগীয় কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাহী পরিষদ সদস্যদের নির্দেশনা ও পরামর্শে এবং একাডেমির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিরলস পরিশ্রমের ফলে একাডেমির সার্বিক কার্যক্রম সন্তোষজনকভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে।

২০২২-২৩ অর্থ বছরের একাডেমির কার্যক্রমের বাৎসরিক প্রতিবেদন **"মাদল"** প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি একাডেমির নির্বাহী পরিষদের সম্মানিত সভাপতি, বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী মহোদয়সহ সকল নির্বাহী সদস্য এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং এ প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

কল্যাণ চৌধুরী

গবেষণা কর্মকর্তা
রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি

সম্পাদকীয়

সংস্কৃতি একটি জাতির দর্পণ স্বরুপ। সংস্কৃতি জাতির পরিচয় বহন করে। যে জাতির সংস্কৃতি যত উন্নত, বৈচিত্রময় ও সমৃদ্ধ সে জাতির সংস্কৃতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য তত বর্ণিল ও বর্ণাঢ্য।

বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক বৈচিত্রে বর্ণিল একটি স্বার্বভৌম ও স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ। এদেশে ৫০টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষ বাস করে। বৃহত্তর রাজশাহী তথা সমতলে বাস করে সাঁওতাল, উরাও, মাহলে, মাহাতো, মুন্ডা, কোল, রাজোয়াড়, পাহাড়িয়া, ভুমিজ, গোড়ায়েতসহ প্রায় ২০টি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মানুষ। এই সকল সম্প্রদায়ের প্রত্যেকের নিজস্ব মাতৃভাষা, আচার, প্রথা, রীতিনীতি, সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান, জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহকেন্দ্রিক চিরায়ত রীতি ও অনুষ্ঠান এবং নিজস্ব সমাজ পরিচালনা পদ্ধতি রয়েছে। এই সকল সম্প্রদায়সমূহের নিজস্ব সংস্কৃতি নানা কারণে বিলুপ্তি ও হুমকির মুখে। ইতঃমধ্যেই রাজোয়াড়, তেলী ও ভুমিজ সম্পাদায় তাদের মাতৃভাষার মত মূল্যবান সাংস্কৃতিক উপাদান হারিয়ে ফেলেছে। তাদের সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, আচার, ধর্ম, সমাজ পরিচালনা পদ্ধতি অনৈক্য, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সচেতনতার অভাব, কুসংস্কার, বৈদেশিক সংস্কৃতির আগ্রাসনে মৃত্যু ও বিলুপ্তপ্রায় অবস্থায় রয়েছে।

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচালাল একাডেমি এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীকে সংস্কৃতি সচেতন করে তোলার পাশাপাশি চর্চায় উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান, প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির মধ্যে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২২-২৩ এর আলোকে একাডেমি কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মকান্ডের সচিত্র বার্ষিক প্রতিবেদন **"মাদল"**। প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বেনজামিন টুডু

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	পৃষ্ঠা নং
একাডেমির পরিচিতি	
পটভূমি	১২
রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য	১২
কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রসমূহ	১২
একাডেমির উপর অর্পিত দায়িত্ব ও প্রধান প্রধান কার্যাবলী	১২-১৪
একাডেমির জনবল	১৫
আইন / বিধি ও নীতিমালা	১৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	
২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী	১৮-৩৯
তৃতীয় অধ্যায়	
প্রশিক্ষণ	৪১-৪৯
চতুর্থ অধ্যায়	
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ও জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মকৌশল	৫১-৫৫
পঞ্চম অধ্যায়	
প্রবন্ধ	৫৭-৬৪

প্রথম অধ্যায়

একাডেমির পরিচিতি

১. পটভূমি

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনধারা, ভাষা, সঙ্গীত, সাহিত্য, উৎসব, ইতিহাস বিষয়ে গবেষ
সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং বিকাশের লক্ষ্যে **"রাজশাহী বিভাগীয় শহরে উপজাতীয় কালচারাল একা
রাজশাহী, খাগড়াছড়ি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট এবং মৌলভীবাজার মনিপুরী ললিতকলা একাডেমি**
শীর্ষক শিরোনামে তিনটি উপজাতীয় ইনষ্টিটিউট / একাডেমি নির্মাণ প্রকল্প জুলাই ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে শুরু হয়ে
২০০৩ খ্রিষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। প্রকল্পটি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির নিয়ন্ত্রণে বাস্তবায়িত হয়।

রাজশাহী বিভাগীয় শহরে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্মিত **"রাজশাহী বিভা
নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমিটি"** রাজশাহী শহর থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে মোল্লাপাড়া নাম
অবস্থিত। একাডেমির চারপাশে বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী/ আদিবাসী পাড়া/ মহল্লা/ গ্রাম রয়েছে।
বিভাগীয় একাডেমি হওয়ার কারণে একাডেমির বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সভা, সেমিনার, মেলা ও উৎসবে রাজশাহী বি
৮টি জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগন অংশগ্রহণ করে থাকেন। **"ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন-২০১**
মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের সভাপতিত্বে গঠিত ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি
পরিষদের মাধ্যমে একাডেমির সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

২. রুপকল্প ও অভিলক্ষ্য

রুপকল্প: (VISION)

"সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সচেতন সমৃদ্ধ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী"

অভিলক্ষ্য (MISSION)

ক্ষুদ্র জাতিস্বত্তার কৃষ্টি ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমকালীন শিল্প ও সাহিত্য সংরক্ষণ এবং গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্য
নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্রের বিকাশ সাধন ও সচেতনতা বৃদ্ধি।

৩. কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রসমূহ

* রাজশাহী বিভাগে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও বিকাশ
* জাতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতধারার সাথে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির সংযোগ স্থাপন এবং
* ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য এবং ইতিহাস বিষয়ক গবেষণা ও ডকুমেন্টেশন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃ

৪. একাডেমির উপর অর্পিত দায়িত্ব ও প্রধান প্রধান কার্যাবলী

৪.১ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, বাদ্য ও চারুকলা বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ
কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৪.২ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগনকে জাতীয় সংস্কৃতির মূল শ্রোতধারার সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন জাতী
ও উৎসব উদযাপন এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিল্পীদের রাষ্ট্রীয় তথা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অ
অংশগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৪.৩ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সমাজ ও সংস্কৃতির উপর সভা, সেমিনার, সম্মে
প্রদর্শনীর প্রয়োজন এবং সে সব বিষয়ে পুস্তক, সাময়িকী প্রকাশ এবং প্রামাণ্য চিত্র ধারণ ও প্রচার

৪.৪ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ইতিহাস, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তথা ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, বাদ্য
ও কারুশিল্প, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, প্রথা, বিশ্বাস, সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য উপাত্ত
এবং গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

৪.৫ আন্তজেলা সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি গ্রহণ করা।

৪.৬ দেশে বিদেশে আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম তুলে ধরা।

৪.৭ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী উৎসব অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।

৪.৮ সাংস্কৃতিক ও নাট্য সংগঠনসমূহকে আর্থিক অনুদান এবং আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ও অসহায় শিল্পীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

৪.৯ কৃতি ও বরেণ্য শিল্পীদের সম্মানী ও সম্মাননা প্রদান করা।

৪.১০ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জাতিস্বত্তার লুপ্তপ্রায় সাংস্কৃতিক উপাদান সংগ্রহ এবং যাদুঘরে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা।

৪.১১ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বিষয়ক গবেষণামূলক গ্রন্থ, প্রভৃতি বিষয় নিয়ে লেখা পুস্তক, গল্প, কবিতা, ছড়া সংগ্রহ করে একটি মূল্যবান লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গবেষকদের সহায়তা প্রদান করা।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমিতে নিয়মিতভাবে বাংলা সঙ্গীত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সঙ্গীত, নৃত্য, বাদ্য, নাটক বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। সপ্তাহে ৩ দিন প্রশিক্ষণ ক্লাস এবং ২ দিন মহড়া ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

খ.জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন: অমর ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, মহান স্বাধীনতা দিবস ও মহান বিজয় দিবস, জাতীয় শোক দিবসসহ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক দিবসগুলো যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্বের সাথে উদযাপন করা হয়। প্রতিটি দিবসের কর্মসূচিতে প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

গ.লাইব্রেরী স্থাপন: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী গুরুত্বপূর্ণ নানাবিধ বিষয়ভিত্তিক বইপত্র ও সাময়িকীর সমন্বয়ে একটি লাইব্রেরী স্থাপন করা হয়েছে।

ঘ. জন্ম-জয়ন্তী উদযাপন: জাতীয় শিশু দিবস, রবীন্দ্র-নজরুল জন্ম-জয়ন্তী, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব, শেখ রাসেল এর জন্মবার্ষিকী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অন্যতম বীর মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক, এমএলএ সাগরাম মাঝির জন্মবার্ষিকীসহ সরকার কর্তৃক নির্দেশিত জন্ম-জয়ন্তী অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উদযাপন করা হয়।

ঙ. অডিও ভিডিও সিডি / এলবাম তৈরী: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষায় ও বাংলা ভাষায় দেশাত্ববোধক গানের সমন্বয়ে অডিও এলবাম প্রকাশ করা হয়।

চ. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিভিন্ন দিবস ও উৎসব উদযাপন: উত্তরাঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিভিন্ন সামাজিক উৎসব বাহা, সোহরায়, কারাম, জিতিয়া, গেরাম পূজা, খেরিয়ানী প্রভৃতি উৎসব এবং সিধু-কানু দিবস, বিরষা মুন্ডা দিবস সহ অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবসমূহ যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করা হয়।

ছ. মতবিনিময় সভা: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিভিন্ন স্তরের সমাজের নেতৃবৃন্দ, সাংস্কৃতিক কর্মী, অভিভাবক ও নারী পুরুষদের সাথে সাংস্কৃতিক সচেতনতা বৃদ্ধি, চর্চা, বিকাশ, লালন ও সংরক্ষণে করণীয়সহ সমসাময়িক বিষয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত মতবিনিময় সভার আলোকে উৎসব অনুষ্ঠান আয়োজনসহ নানাবিধ কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়।

জ. সেমিনার: উত্তরাঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি উন্নয়ন ও বিষয়ভিত্তিক এবং শিক্ষা ও সমসাময়িক বিষয়ে সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন জেলা থেকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতিনিধিগন অংশগ্রহণ করেন।

ঝ. অডিও ভিজ্যুয়াল ডকুমেন্টারী ফিল্ম নির্মাণ: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিভিন্ন জাতিস্বত্তার জীবন ও সংস্কৃতি নির্ভর এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের ইতিহাস ও অবদান ধরে রাখার জন্য অডিও ভিজ্যুয়াল ডকুমেন্টারী ফিল্ম নির্মাণ করা হয়।

ঞ. মিউজিক ভিডিও নির্মাণ: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিভিন্ন জাতিস্বত্তার পুরোণো ও হারিয়ে যাওয়া গান সংগ্রহপূর্বক মিউজিক ভিডিও নির্মাণ ও সংরক্ষণ করা হয়।

ট. কর্মশালা আয়োজন: রাজশাহী বিভাগের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমৃদ্ধ ও বর্ণিল লোক সংস্কৃতির মধ্যে পূজা, প্রকৃতি ও প্রেমকেন্দ্রিক, উৎসবকেন্দ্রিক, ব্রতকেন্দ্রিক, ঘটনাকেন্দ্রিক প্রভৃতি বহুধারার সংগীত ও নৃত্যের কোরিওগ্রাফার এবং বাদ্যযন্ত্রীদের সমন্বয়ে তিনদিন/ সপ্তাহব্যাপী/ পক্ষকালব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এছাড়াও সমসাময়িক বিষয়েও প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়ে থাকে।

ঠ. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর হস্তশিল্প ও সাংস্কৃতিক মেলা আয়োজন: রাজশাহী অঞ্চলসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নান্দনিক সংস্কৃতিকে সমন্বয় করে এক মঞ্চে তুলে ধরা এবং তাদের ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প প্রচার, প্রসার ও বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতি অর্থ বছরে তিন দিনব্যাপী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর হস্তশিল্প ও সাংস্কৃতিক মেলা আয়োজন করা হয়।

ড. নৃতাত্ত্বিক গবেষণা: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব সমৃদ্ধ ভাষা ও সংস্কৃতিকে ধারণ, সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ঢ. লাইব্রেবী কাম সুভিন্যির সপ: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রকাশনীর প্রয়োজনীয় বইপত্র, সাময়িকী ও হস্তশিল্প, শো-পিচ, ফটো এ্যালবাম, ছবি, পোষ্টার প্রভৃতি প্রদর্শণীর জন্য সংগ্রহ করে সুভিন্যির সপে সংরক্ষণ করা হয়।

ণ. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্য সংগ্রহশালা স্থাপন: ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী পোশাক সামগ্রী, ব্যবহৃত গৃহস্থালী সামগ্রী, বিভিন্ন ধরণের তৈজস ও আসবাপত্র, বাদ্যযন্ত্র , শিকার যন্ত্র, অলংকার সহ বিভিন্ন ধরণের চিরায়ত ব্যবহৃত পণ্য-সামগ্রীর সমন্বয়ে সংগ্রহশালা স্থাপন করা হয়েছে। প্রতি অর্থ বছরে নতুন নতুন সংগ্রহের মাধ্যমে সংগ্রহশালাটি সমৃদ্ধ হচ্ছে।

৫. একাডেমির জনবল

ক) জনবলঃ

শ্রেণী	অনুমোদিত পদসংখ্যা	কর্মরত পদসংখ্যা	মন্তব্য
১ম শ্রেণী	২টি উপপরিচালক-১টি গবেষণা কর্মকর্তা-১টি	২টি	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), রাজশাহী উপপরিচালক পদে অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছেন।
২য় শ্রেণী	৫ টি ১. প্রশিক্ষক-সঙ্গীত ২. প্রশিক্ষক-ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সঙ্গীত ৩. প্রশিক্ষক- নাটক ৪. প্রশিক্ষক-বাদ্যযন্ত্র ৫. প্রশিক্ষক-নৃত্য	৩টি	শুণ্যপদ ২টি ১. প্রশিক্ষক (নৃত্য)- ১টি ২. . প্রশিক্ষক-বাদ্যযন্ত্র-১টি
৩য় শ্রেণী	৩ টি ১. গবেষণা সহকারী ২. কম্পিউটার অপারেট ৩. গাড়ী চালক	২টি	শুণ্যপদ ১টি ১. কম্পিউটার অপারেটর
৪র্থ শ্রেণী	২টি ১. নৈশ্য প্রহরী ২. অফিস সহায়ক	২টি	---
মোট=	১২টি	৯টি	শুণ্যপদের সংখ্যা ৩টি

৬. আইন / বিধি ও নীতিমালা

*** ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন প্রণয়নঃ**

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন প্রণীত হয়েছে। আইনটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০ নামে অভিহিত। আইনে এদেশের মোট ৫০টি জাতিস্বত্তাকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হিসেবে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে।

***চাকরির প্রবিধানমালা প্রণয়নঃ**

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ প্রতিষ্ঠান রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির কর্মকর্তা / কর্মচারীদের চাকুরীর প্রবিধানমালা প্রণীত হয়েছে। প্রবিধানমালাটি রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, রাজশাহী কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা ২০২১ নামে অভিহিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

৭. ২০২২-২৩ অর্থবছরের সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী:

৭.১ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিভিন্ন দিবস, বর্ষবরণ, নবান্ন, সাংস্কৃতিক উৎসব ও মেলার আয়োজন

৭.১.১ মাহাতো জাতিসত্তার কারাম উৎসব উদযাপন

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে এবং বাংলাদেশ মাহাতো সমাজের সহযোগি ৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখে সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ উপজেলাধীন ক্ষিরিতলা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে কা উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছি ডা: মো: এম.এম আকতারুজ্জামান সোহেল, সহকারী পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা। বিশেষ অতিথি হি উপস্থিত ছিলেন মাহাতো সমাজের সমাজপতি ডা: গজেন্দ্রনাথ মাহাতো, একাডেমির নির্বাহী পরিষদ সদস্য জ যোগেন্দ্রনাথ সরেন, জনাব চিত্তরঞ্জন সরদার ও জনাব সুসেন কুমার শ্যামদুয়ার, জনাব সুশিল চন্দ্র মাহাতো, সভাপ আদিবাসী ফোরাম, সিরাজগঞ্জ জেলা শাখা, জনাব নিপেন্দ্রনাথ মাহাতো, ইউপি সদস্য, জনাব সুবাস চন্দ্র মাহা সহকারী শিক্ষক, বিএল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, সিরাজগঞ্জ, জনাব অর্জুন চন্দ্র মাহাতো, জনাব শ্যামল মাহলে বাংলাদেশ মাহাতো সমাজের সাংস্কৃতিক সম্পাদক জনাব পরেশ চন্দ্র মাহাতোসহ মাহাতো, সমাজের নেতৃবৃন্দ আলোচকবৃন্দ কারাম উৎসবের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, এদেশে বসবাসরত আদিসী সংস্কৃতির বিকাশ, লালন, চর্চা, প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণের জন্য সকল আদিবাসী সম্প্রদায়কে নিজ নিজ সং সম্পর্কে আরও বেশি সচেতন হতে হবে এবং চর্চায় মনোনিবেশ করতে হবে। সংস্কৃতি সচেতনা ব্যতিত সংস্ উন্নয়ন সাধন কোনভাবেই সম্ভবপর নয় মর্মে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।

একাডেমির প্রশিক্ষক জনাব মানুয়েল সরেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব বেনজামিন গবেষণা কর্মকর্তা, রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি।

অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র:

মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

মাহাতো নারীভক্তদের কারাম দেবতা আরাধনা।

সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘোষণা করেন ডা: মো: এম.এম আকতারুজ্জামান সোহেল, সহকারী পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

কারাম নৃত্য পরিবেশন করেন মাহাতো শিল্পীবৃন্দ।

৭.১.২ মাহালী জাতিসত্তার জিতিয়া উৎসব উদযাপন:

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি ও মাহলে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা (মাসাউস), মাহলে ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এমএলডিসি এবং মাহলে দিঘর বাইসির যৌথ আয়োজনে মাহালী জাতিসত্তার সবচেয়ে বড় সামাজিক উৎসব জিতিয়া উদযাপন করা হয়। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলাধীন শুরশুনিপাড়া মিশন স্কুল প্রাঙ্গণে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত জিতিয়া উৎসবের আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: জানে আলম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী। বিশেষ অতিথি ছিলেন জনাব মো: সবুজ হাসান, সহকারী কমিশনার, ভূমি, গোদাগাড়ী উপজেলা, রাজশাহী, জনাব প্রদীপ কস্তা, পাল-পুরোহিত, শুরশুনিপাড়া মিশন, জনাব চিত্তরঞ্জন সরদার, জনাব সুসেন কুমার শ্যমদুয়ার, সদস্য, একাডেমি নির্বাহী পরিষদ, জনাব সুনন্দন দাস (রতন), অবসরপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক, কাস্টমস, গোয়েন্দা, জনাব বাবুলাল মুরমু, পারগানা, গোদাগাড়ী থানা পারগানা বাইসি, জনাব সিষ্টি বারে, সভাপতি, মাহালী দিঘর বাইসি, মিসেস মেরীনা হাঁসদা, নির্বাহী পরিচালক, আসাউস, মাসাউস অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন গবেষনা কর্মকর্তা জনাব বেনজামিন টুডু, জনাব যাকোব হেমরম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র:

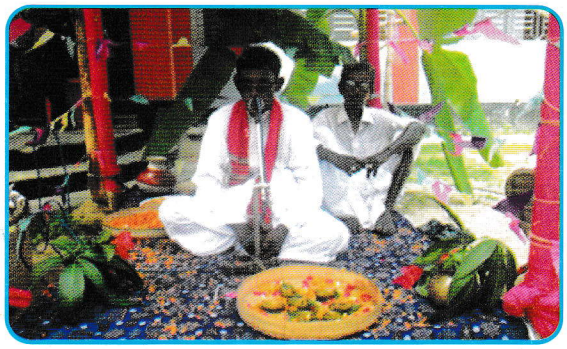

মাহলে পুরোহিত সিষ্টি বারে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও প্রার্থনা নিবেদন করেন।

বক্তব্য উপস্থাপন করছেন জনাব মো: জানে আলম উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ।

নৃত্য পরিবেশন করছেন মাহলে নৃত্য শিল্পীবৃন্দ।

জিতিয়া উৎসবে উপবাস ভঙ্গের জন্য প্রস্তুতকৃত তেলের পিঠা।

নৃত্য পরিবেশন করছেন মাহলে নৃত্য শিল্পীবৃন্দ।

৭.১.৩ উরাও জাতিসত্তার কারাম উৎসব উদ্‌যাপন:

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে উরাও জাতিসত্তার কারাম উৎসব উদযাপন করা হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলাধীন রাজবাড়ি দূর্গা মন্দির প্রাঙ্গণে ২১ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত কারাম অনুষ্ঠানের আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: আব্দুল কাদের, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: মশিউর রহমান বাবু, ভাইস চেয়ারম্যান, নাচোল উপজেলা, জনাব মো: শরিফুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, ৩নং নাচোল ইউনিয়ন পরিষদ, একাডেমির নির্বাহী পরিষদ সদস্য জনাব যোগেন্দ্রনাথ সরেন, জনাব চিত্তরঞ্জন সরদার, জনাব সুসেন কুমার শ্যমদুয়ার, আদিবাসী নেতা জনাব যতীন হেমরম, হিংগু মুরমু, বাবুলাল মুরমু, সুবাস কেরকেটা, নারী নেত্রী বিশদমনী টপ্য, সোনামুনি কুজুর প্রমুখ। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ৬টি দল অংশগ্রহণ করে। বিজয়ী দলকে মাদল ও শাড়ি উপহার প্রদান করা হয়। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, এই প্রথম এই ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। এজন্য তিনি রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমিকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আগামীতে ক্ষুদ্র নগোষ্ঠীদের সাংস্কৃতিক সচেতনামূলক যে কোন অনুষ্ঠান আয়োজনে সর্বাত্নক সহযোগিতার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

একাডেমির প্রশিক্ষক জনাব মানুয়েল সরেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব বেনজামিন টুডু, গবেষণা কর্মকর্তা, রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি।

অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র :

বক্তব্য উপস্থাপন করছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব মো: আব্দুল কাদের, উপজেলা চেয়ারম্যান নাচোল, চাপাইনবাবগঞ্জ।

বক্তব্য উপস্থাপন করছেন অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব বেনজামিন টুডু, গবেষণা কর্মকর্তা, রাবিক্ষুনৃকাএ।

নৃত্য পরিবেশনায় মহানইল শিল্পীগোষ্ঠী।

বক্তব্য উপস্থাপন করছেন জনাব যোগেন্দ্রনাথ সরেন সদস্য একাডেমি নির্বাহী পরিষদ।

অনুষ্ঠানে আগত দর্শকদের একাংশ।

শিল্পীদলকে মাদল ও শাড়ি প্রদান করা হয়।

৭.১.৪ সাঁওতাল জাতিসত্তার দাঁশায় উৎসব উদযাপন:

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারার একাডেমির আয়োজনে নওগাঁর জেলার ধামইরহাট উপজেলাধীন বেনিদুয়ার মিশন প্রাঙ্গনে ২ অক্টোবর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাঁওতাল জাতিসত্তার দাঁশায় উপলক্ষ্যে নৃত্য প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বেনিদূয়ার মিশনের পাল-পুরোহিত ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির নির্বাহী পরিষদ সদস্য যোগেন্দ্রনাথ সরেন, ধামইরহাট কলেজের সহকারী অধ্যাপক এস.সি আলবার্ট সরেন, নটরডেম কলেজ, ঢাকার প্রভাষক দুলাল এস টুডু, বেনিদূয়ার মাঞ্জহী রবিন কিস্কু ও বেনিদুয়ার মিশনের ফাদার প্যাট্রিক গমেজ। একাডেমির প্রশিক্ষক মানুয়েল সরেনের পরিচালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন, প্রমথ কিস্কু এবং গবেষণা সহকারী মোহাম্মদ শাজাহানসহ অত্র এলাকার আদিবাসী জনগণ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন একাডেমির গবেষণা কর্মকর্তা বেনজামিন টুডু।

সভাপতি তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, দাঁশায় সাঁওতাল সম্প্রদায়ের একটি বংশানুক্রমিক উৎসব। দূর্গাপুজার সময়কালীন অনাবৃষ্টি ও খরায় পৃথিবীর ভূমন্ডল উষ্ণ ও মরুভূমিতে পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়। প্রকৃতির গাছপালা মরে যায়। এই অবস্থা থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে বৃষ্টি বর্ষণ করে প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য প্রকৃতি প্রেমি ও প্রকৃতির মাঝে সৃষ্টিকর্তার উপস্থিতি ও শক্তির অবস্থানে বিশ্বাসী সাঁওতালরা দাঁশায় নাচ গানের মাধ্যমে সৃষ্টি কর্তার নিকট প্রার্থনা নিবেদন করেন ।

উপস্থিত অন্যান্য বক্তারা বলেন, আদিবাসীদের অনেক সংস্কৃতি হারিয়ে গেছে। তাদের হারানো সংস্কৃতি উদ্ধারে এবং সংরক্ষনে রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ অবস্থা ধরে রাখতে এবং সংস্কৃতি যুগ যুগ ধরে টিকিয়ে রাখতে একটি আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা করার দাবী জানান অংশগ্রহণকারীগন।

অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র :

মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

বেনিদুয়ার সাংস্কৃতিক দলের দাঁশায় নৃত্য।

প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ।

জগদল সাংস্কৃতিক দলের দাঁশায় নৃত্য।

৭.১.৫ সাঁওতাল জাতিসত্তার লোবান (নবান্ন) উৎসব

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে সাঁওতাল জাতিসত্তার কৃষি ফসল কেন্দ্রিক উৎ
লোবান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও লালন ও চর্চায় আগ্রহী করে তোলার প্রত্যয়ে ২০ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি. তারি
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলাধীন মহানইল গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থি
ছিলেন মোহাইমেনা শারমীন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নাচোল, চাপাইনবাবগঞ্জ, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যা
মশিউর রহমান বাবু ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, সমাজনেতা যতীন হেমরম, একাডেমির নির্বাহী পরিষদে
সদস্যবৃন্দ, এলাকার বিভিন্ন গ্রামের সমাজপতি, মাঞ্জহি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রী এবং এলাকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী
জনসাধারণ।
অনুষ্ঠানের কর্মসূচির মধ্যে ছিল পিঠা প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, আবহমান কাল থেকে নবান্ন উৎসব গ্রাম বাংলায় চলে আসছে। তবে এদেশে
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষদের নবান্ন উৎসব বৈচিত্রতায় পরিপূর্ণ। নতুন ধানের অন্নকে ঘিরে রকমারী পিঠা পুলি তৈরী
নতুন ধান সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে নিবেদন না করা অবধি নতুন ধানের খাদ্য গ্রহণ কিংবা বিক্রয় করা ক্ষুদ্র নৃগো
সম্প্রদায়দের বিশ্বাস, প্রচলিত প্রথা, রীতিনীতি নবান্ন উৎসবকে সমৃদ্ধ করেছে। এই সংস্কৃতি লালন ও চর্চা ক
আমাদের সকলের উচিৎ।

একাডেমির ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংগীত প্রশিক্ষক মানুয়েল সরেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন একাডে
গবেষণা কর্মকর্তা বেনজামিন টুডু।

অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র :

বক্তব্য উপস্থাপন করছেন অনুষ্ঠানে
প্রধান অতিথি মোহাইমেনা শারমীন,
উপজেলা নির্বাহী অফিসার,
নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

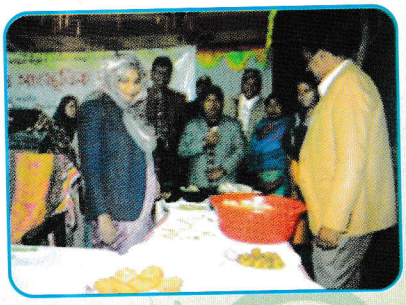

রকমারী পিঠা পরিদর্শন করছেন
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও
অন্যান্য অতিথিবর্গ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি
পিঠা প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মা
পুস্কোর বিতরণ করেন।

৭.১.৬ সাঁওতাল জাতিসত্তার সোহরায় উৎসব

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে সাঁওতাল জাতিসত্তার সবচেয়ে বড় সামাজিক উৎসব সোহরায় পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে নওগাঁ জেলার ধামুইরহাট উপজেলাধীন জগদল (সাতানা) গ্রামে গত ২৭ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখে দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ সরেন, সহকারী অধ্যাপক, প্রেমতলী ডিগ্রি কলেজ ও সভাপতি, আদিবাসী মুক্তিমোর্চা কেন্দ্রিয় কমিটি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মি. সেবাস্তিয়ান হেমরম, সভাপতি, ধামুইরহাট উপজেলা থানা পারগানা বাইসি, মি. ঈশ্বর মারান্ডী, সভাপতি, ধামুইরহাট আদিবাসী বহুমূখি সমবায় সমিতি লিঃ ও মি. বিশ্বনাথ টুডু, সেক্রেটারী, থানা পারগানা ধামুইরহাট এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনসাধারণ।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, সাঁওতাল জাতিসত্তার সবচেয়ে বড় ও আনন্দ উৎসব হলো সোহরায়। সাধারনতঃ পাঁচ দিনব্যাপী এই উৎসবের এক একটি দিন বিশেষ অর্থ ও গুরুত্ব বহন করে এবং সাঁওতাল জাতিসত্তার মানুষগুলো চিরায়ত প্রথা ও রীতিনীতি অনুযায়ী বিশ্বাসের সাথে সোহরায় উদযাপন করে থাকে। যদিও নানা কারণে সোহরায় উৎসবের বিভিন্ন রীতি ও প্রথা পরিবর্তিত হচ্ছে তথাপি এটি যুগের সাথে তাল মিলিয়ে সাঁওতাল জাতিসত্তার সকলকে রক্ষা, লালন ও চর্চার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। তিনি সংস্কৃতির বিকাশ, লালন ও চর্চায় অগ্রণী ভূমিকা রাখার জন্য একাডেমির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং এই ধারা অব্যাহত রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

একাডেমির গবেষণা সহকারী মোহাম্মদ শাহজাহান এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন একাডেমির গবেষণা কর্মকর্তা বেনজামিন টুডু।

অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র :

বক্তব্য উপস্থাপন করছেন
জনাব যোগেন্দ্রনাথ সরেন

দারাম (বরন) নৃত্য

পুরস্কার বিতরন

৭.১.৭ উরাও জাতিসত্তার খেরিয়ানী (নবান্ন) উদ্‌যাপনঃ

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলাধীন ছাতনীপাড়া গ্রামে ০৭ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি.তারিখে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উরাও সম্প্রদায়ের কৃষি কেন্দ্রিক সামাজিক উৎসব খেরিয়ানী উদযাপন করা হয়। দিবসের কর্মসূচির মধ্যে ছিল আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উরাওদের সামাজিক সংগঠন উরাও দিঘরী রাজা পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা চিত্তরঞ্জন সরদার, সাঁওতাল জাতিসত্তার সামাজিক সংগঠন গোদাগাড়ী থানা পারগানা বাইসির সভাপতি বাবুলাল মুরমু, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ রাজশাহী জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সুসেন কুমার শ্যামদুয়ার, উরাও দিঘরী রাজা পরিষদের রাজা নিরেন খালকো, গ্রাম সমাজপতি সুকুমার লাকড়া, রমেশ খালকো, সুরেশ মিনজি, সাহাদুর এক্কা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র :

খেরিয়ানী উৎসবের পুজা অর্চনা

খেরিয়ানী উৎসবের পূজা অর্চনা

মঞ্চে উপবিষ্ট অতথিবৃন্দ

বক্তব্য উপস্থাপন করছেন মিঃ বাবুলাল মুরমু

উরাও শিল্পীদের নৃত্য

নৃত্য পরিবেশন করেন উরাও নৃত্যশিল্পীবৃন্দ

৭১.৮ কোল সম্প্রদায়ের পৌষ পার্বণ সাকরাত উদযাপন:

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ উপজেলাধীন ফিল্টিপাড়া স্কুল মাঠে ১৫ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি. তারিখে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কোল সম্প্রদায়ের সর্ব সামাজিক উৎসব পৌষ পার্বণ সাকরাত উদযাপন করা হয়। দিবসের কর্মসূচির মধ্যে ছিল সাংস্কৃতিক প্রতিযো আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

পৌষ সংক্রান্তিতে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কোল সম্প্রদায় সাকরাত উৎসব পালন করে থাকে। তাদের বিশ্বাস এই সংক্ দিনে সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা নিবেদন করলে তিনি তা পূরণ করেন। তারা অন্নদাতা ও রক্ষাকর্তাকে স্মরণে উদ্দ্যেশ্যে নৈবেদ্য উৎস্বর্গ করেন এবং তারা যেন সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারেন এই প্রার্থনা জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও প্রেমতলী ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক যোগেন্দ্রনাথ সরেন, বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা জিআরএনএফ ও তাবিথা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মি: স্টেফান সরেন, এসআইএল বাংলাদেশ এর প্রকল্প সমন্বয়কারী মি: নিকোলাস মুরমু, কোল সমাজপতি লাছাম কোল, রাজীব কোল, নির্মল কোল, কল্পনা কোল প্রমুখ।

একাডেমির ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সঙ্গীত প্রশিক্ষক মানুয়েল সরেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন একাডেমির গবেষনা কর্মকর্তা বেনজামিন টুডু।

অনুষ্ঠানের স্থির চিত্র:

বক্তব্য উপস্থাপন করছেন জনাব বেনজামিন টুডু

সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য উৎসর্গ

কোল শিল্পীদের নৃত্য

কোল শিল্পীদের নৃত্য

কোল শিল্পীদলকে মাদল উপহার প্রদান

কোল শিল্পীদলকে মাদল উপহার প্রদান

৭.১.৯ পাহাড়িয়া সম্প্রদায়ের পুণে ক্ষেষা খাড়িয়ে নবান্ন উদ্‌যাপন:

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে রাজশাহী জেলার কাশিয়াডাঙ্গা থানাধীন মিয়া পাহাড়িয়া গ্রামে ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি. তারিখে পাহাড়িয়া সম্প্রদায়ের পুণে ক্ষেষা খাড়িয়ে উৎসব উপলক্ষে পিঠামেলার আয়োজন করা হয়। দিবসের কর্মসূচির মধ্যে ছিল পিঠা প্রদর্শনী, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল: পাহাড়িয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে আদি থেকে প্রচলিত বিভিন্ন ধরণের পিঠা পুসর্ম্পকে নতুন প্রজন্মকে অবহিত করা এবং সচেতনার পাশাপাশি নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী খাবার এবং পূণে ক্ষেষা খাড়ি উৎসব পালনে উৎসাহিত করা। এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পাহাড়িয়া সম্প্রদায় তাদের সংস্কৃসর্ম্পকে সচেতনতা লাভের পাশাপাশি সংস্কৃতি চর্চা, লালন ও সংরক্ষণে এগিয়ে আসতে সহায়তা করবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, আদিবাসী মুক্তিমোর্চা কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও প্রেমতলী ডিগ্রি কলেজের সহক অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ সরেন, পাহাড়িয়া গবেষণা ও উন্নয়ন সোসাইটির পরিচালক অভিলাস বিশ্বাস, একাডে সংগীত প্রশিক্ষক কবীর আহম্মেদ বিন্দু, গবেষণা সহকারী মোহাম্মদ শাহজাহান, গ্রাম প্রধান বাসিল বিশ্বাস, স্ব বিশ্বাস, জাকারিয়াস মুরমু প্রমুখ।

একাডেমির ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সঙ্গীত প্রশিক্ষক মানুয়েল সরেনের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বেনজামিন টু

অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র :

বক্তব্য উপস্থাপন করছেন জনাব যোগেন্দ্রনাথ সরেন

বক্তব্য উপস্থাপন করছেন জনাব বেনজামিন টুডু

পাহাড়িয়া শিল্পীদের নৃত্য পরিবেশনা

অনুষ্ঠানে দর্শকদের একাংশ

অতিথি ও শিল্পীদের কর্মসেশন

পাহাড়িয়া শিল্পীদের নৃত্য পরিবেশনা

৭.১.১০ সংস্কৃতি সচিব মহোদয়ের একাডেমি পরিদর্শন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মো: আবুল মনসুর মহোদয় গত ১১ মার্চ রোজ শনিবার সকাল ১০.০০ টায় রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি পরিদর্শন করেন। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিল্পীদের বরণ নৃত্যের মাধ্যমে সচিব মাহোদয়কে বরণ করা হয়। একাডেমি পরিদর্শকালে তিনি একাডেমির সংগ্রহশালা, অডিটোরিয়াম, লাইব্রেরী ও চারপাশ পরিদর্শন করেন এবং একাডেমির সার্বিক পরিবেশ ও একাডেমির বাস্তবায়িত কার্যক্রম এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

একাডেমি পরিদর্শন শেষে তিনি রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সচিব মহোদয় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। জনাব কল্যাণ চৌধুরী, উপপরিচালক (অ:দা) ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), রাজশাহী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, একাডেমির নির্বাহী পরিষদ সদস্য জনাব যোগেন্দ্রনাথ সরেন, জনাব চিত্তরঞ্জন সরদার, জনাব সুষেন কুমার শ্যামদুয়ার ও মিসেস: কলেস্তিনা হাঁসদা। এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিভাগীয় পাবলিক লাইব্রেরীর সহকারী পরিচালক জনাব মো: মাসুদ রানা, আদিবাসী মুক্তিমোর্চা রাজশাহী জেলা শাখার সভাপতি জনাব ভাদু বাস্কে, গোদাগাড়ী থানা পারগানা বাইসির সেক্রেটারী জনাব দিনেশ হাঁসদা, পারগানা সোনাতন সরেন, জনাব মুকুল টুডু, খাদ্য পরিদর্শক জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, রাজশাহী এবং সাঁওতাল, উরাও, পহাড়িয়া, মুন্ডাসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমাজনেতা, একাডেমির শিক্ষার্থী ও জনসাধারন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একাডেমির উরাও, সাঁওতাল ও পাহাড়িয়া শিল্পী শিক্ষার্থীরা সঙ্গীত ও নৃত্যে এবং একাডেমির সঙ্গীত প্রশিক্ষক মানুয়েল সরেন ও কবির আহম্মেদ বিন্দু সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এছাড়া বঙ্গবন্ধুর উপর কবিতা আবৃত্তি করেন নাট্য প্রশিক্ষক লুবনা রশিদ সিদ্দিকা।

অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও সঞ্চালনা এবং একাডেমির কার্যক্রমের ওপর পাওয়ার পয়েন্টে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন একডেমির গবেষণা কর্মকর্তা জনাব বেনজামিন টুডু।

অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র :

সচিব মহোদয়কে বরন

সচিব মহোদয়কে বরন

সচিব মহোদয়ের একাডেমি পরিদর্শন

সচিব মহোদয়ের একাডেমি পরিদর্শন

সচিব মহোদয় বঙ্গবন্ধু গ্যালারী পরিদর্শন করেন

সচিব মহোদয় সংগ্রহশালা পরিদর্শন করেন

বক্তব্য উপস্থাপন করছেন সচিব সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রনালয় জনাব আবুল মনসুর

বক্তব্য উপস্থাপন করছেন জনাব কল্যান চৌধুরী অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), রাজশাহী

সাঁওতাল নৃত্য

উরাও নৃত্য

৭.১.১১ সাঁওতাল সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎসব

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে সাঁওতাল জাতিসত্তার দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎসব ব
উদ্‌যাপন করা হয়েছে। গত ১৮ মার্চ ২০২৩ খ্রি. তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলাধীন জামড
গ্রামে অনুষ্ঠিত বাহা উপলক্ষে আলোচনা সভা, বাহা নৃত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির নি
পরিষদ সদস্য যোগেন্দ্রনাথ সরেন, আদিবাসী মুক্তিমোর্চা রাজশাহী জেলা শাখার সভাপতি ভাদু বাস্কে ও সাধ
সম্পাদক সুবাস মারান্ডী, একাডেমির প্রশিক্ষক মানুয়েল সরেন, গবেষণা সহকারী মোহাম্মদ শাহজাহান, জামড
গ্রামের মাঞ্জহি যোসেফ হাঁসদাসহ এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও সাঁওতাল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনসাধারন।

অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র :

বাহা উৎসবের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মিথ বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব যোগেন্দ্রনাথ সরেন, সহকারী অধ্যাপক, প্রেমতলী ডিগ্রি কলেজ।

বাহা পরব উপলক্ষে গ্রাম পুরোহিত সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে পূজাকর্ম সম্পাদন করেন।

বক্তব্য উপস্থাপন করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব বেনজামিন টুডু, গবেষণা কর্মকর্তা, রাবিক্ষুনৃকাএ।

বাহা নৃত্য।

৭.৩ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন

৭.৩.১ ৭ মার্চ ঐতিহাসকি ভাষণ দিবস পালন

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ঐতিহাসিক ভাষণ উপলক্ষে ৭ মার্চ ভাষন দিবস পালন করা হয়। দিবসের কর্মসূচির মধ্যে ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অপর্ণ, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, একাডেমির নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনাব মুকুল টুডু, খাদ্য পরিদর্শক, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, রাজশাহী ও একাডেমির সংগীত প্রশিক্ষক জনাব মানুয়েল সরেন, কবীর আহম্মেদ বিন্দু, লুবনা রশিদ সিদ্দিকা ও গবেষণা সহকারী মোহাম্মদ শাহজাহান।
অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন লুবনা রশিদ সিদ্দিকা এবং সভায় সভাপতিত্ব করেন একাডেমির গবেষণা কর্মকর্তা জনাব বেনজামিন টুডু।

অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র :

একাডেমির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পুষ্পস্তবক অর্পন

বক্তব্য উপস্থাপন করছেন জনাব মুকুল টুডু

চিত্রাংকন প্রতিযোগীতা

সাঁওতাল শিল্পীদের নৃত্য

৭.৩.২ ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালন

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমা
১০৩ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ খ্রি. যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। দিবসের কম
মধ্যে ছিল সকাল ৯.০০ ঘটিকায় জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অপর্ণ, দুপুর ২ ঘটিকায় চিত্রাংকন,
ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং বিকেল ৪.০০ ঘটিকায় আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির নির্বাহী পরিষদ সদস্য যোগেন্দ্রনাথ সরেন, সুসেন
শ্যামদুয়ার ও চিত্তরঞ্জন সরদার।

৭.৩.৩ ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন ২০২৩

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয়
২০২৩ যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। দিবসের কর্মসূচির মধ্যে ছিল ২৫ মার্চ কালো রাত্রীতে রাত ১
হতে ১০.০১ মিনিট প্রতিকী ব্লাক আউট কর্মসূচি পালন, ২৬ মার্চ শহিদ স্মৃতিস্তম্ভে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে পুষ্প
অপর্ণ, দুপুর ২.৩০ ঘটিকায় চিত্রাংকন, রচনা লিখন ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং বিকেল ৪.০০ ঘটিকায় এক
মিলনায়তনে আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির নির্বাহী পরিষদ সদস্য জনাব যোগেন্দ্রনাথ সরেন, কলে
হাঁসদা, আদিবাসী মুক্তিমোর্চা রাজশাহী জেলা শাখার সভাপতি জনাব ভাদু বাস্কে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ক
একাডেমির গবেষণা কর্মকর্তা জনাব বেনজামিন টুডু।

অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র :

পুষ্পস্তবক অর্পন করেন একাডেমির কর্মকর্তা/কর্মচারীগন

রচনা লিখন প্রতিযোগিতা

বিজয়ীকে পুরস্কার প্রদান করছেন অতিথিবৃন্দ

oooooooooooooooo

সাঁওতাল শিল্পীদের নৃত্য

সঙ্গীত পরিবেশনায় মানুয়েল সরেন ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

৭.৪ জন্ম বার্ষিকী, মৃত্যু বার্ষিকী ও দিবস পালন

৭.৪.১ বেগম রোকেয়া দিবস পালন

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে ৯ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি.তারিখে বাংলার মহিয়সী নারী, নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া স্মরণে বেগম রোকেয়া দিবস পালিত হয়। দিবসের কর্মসূচির মধ্যে ছিল বেগম রোকেয়ার বর্ণিল ও বর্ণাঢ্য জীবনের উপর আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মিস: লুচিয়া মারান্ডী, অবসরপ্রাপ্ত সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা, কারিতাস, রাজশাহী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মিসেস কল্যাণী মিনজ, সবিতা টুডু, ভ্যালেন্তিনা মারান্ডী, কেরিনা মারান্ডী ও একাডেমির নির্বাহী পরিষদ সদস্য মিসেস: কলেস্তিনা হাঁসদা।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বেনজামিন টুডু, গবেষণা কর্মকর্তা, রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কাল একাডেমি। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন নাট্য প্রশিক্ষক লুবনা রশিদ সিদ্দিকা।

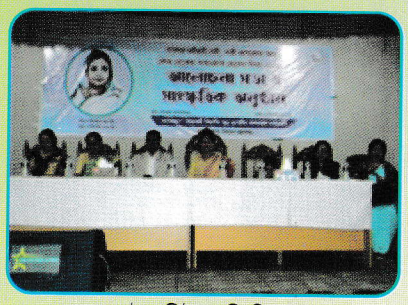

মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিবৃন্দ

বক্তব্য উপস্থাপন করছেন মিসেস কল্যানী মিনাজ

নৃত্য পরিবেশনায় একাডেমির শিক্ষা

৭.৪.২ শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস পালন:

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে ১৪ ডিসেম্বর ২০২২খ্রি.তারিখে একা সংগ্রহশালায় শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। দিবসের কর্মসূচির মধ্যে ছিল প্রশাসন রাজশাহী এর সাথে সমন্বয় রেখে শহিদ স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, একাডেমিতে শহিদদের মোনাজাত, দোয়া প্রার্থনা ও আলোচনা সভা।

শহিদ স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পন করেন একাডেমির কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ

শহীদদের স্মরনে দোয়া প্রার্থনা

৭.৪.৩ মহান বিজয় দিবস উদযাপন

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস যথাযথ ম সাথে পালন করা হয়। বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে একাডেমির প্রাঙ্গণে আলোকস্বজ্জা ও বিজয় দিবসের বিভিন্ন দিয়ে সাজানো হয়। দিবসের কর্মসূচির মধ্যে ছিল জেলা প্রশাসন রাজশাহী এর সাথে সমন্বয় রেখে শহীদ স্মৃতি পুষ্পস্তবক অর্পণ, একাডেমিতে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনু

অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির নির্বাহী পরিষদ সদস্য যোগেন্দ্রনাথ সরেন, চিত্তরঞ্জন স ও সুসেন কুমার শ্যামদুয়ার, কলেস্তিনা হাঁসদা ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এর সিনিয়র প্রিন্সিপাল অ বেনজামিন মুরমু।

একাডেমির নাট্য প্রশিক্ষক লুবনা রশিদ সিদ্দিকার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন একাডেমির গ কর্মকর্তা বেনজামিন টুডু।

ফেস্টুন

ফেস্টুন

আলোকসজ্জা

পুষ্পস্তবক অর্পণ

প্রতিযোগীতায় বিজয়ী ও অতিথিবৃন্দ

সঙ্গীত পরিবেশনায় কবির আহম্মেদ বিন্দু ও একাডেমির শিক্ষার্থীবৃন্দ

৭.৪.৪ শেখ রাসেল দিবস পালন

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে ১৮ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর কনিষ্টপুত্র শেখ রাসেল স্মরণে শেখ রাসেল দিবস যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। দিবসের কর্মসূচির মধ্যে ছিল শেখ রাসেল এঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, চিত্রাংকন, রচনা লিখন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির নির্বাহী পরিষদ সদস্য যোগেন্দ্রনাথ সরেন, চিত্তরঞ্জন সরদার ও সুসেন কুমার শ্যামদুয়ার এবং সভাপতিত্ব করেন একাডেমির গবেষণা কর্মকর্তা বেনজামিন টুডু।

পুষ্পস্তবক অর্পন করেন একাডেমির কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ

ড্রপ ব্যানার

রচনা লিখন প্রতিযোগিতা

৭.৪.৫ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজির এর ৯২তম জন্মবার্ষিকী পালন:

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এঁর সহধর্মীণি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব এঁর ৯২তম জন্মবার্ষিকী ৮ আগস্ট ২০২২ খ্রি. তারিখে যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। দিবসের কর্মসূচির মধ্যে ছিল সকাল ১০ ঘটিকার সময় জেলা শিল্পকলা একাডেমি, রাজশাহীতে বঙ্গমাতার প্রতিকৃতিকে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বিকেল ৪ ঘটিকায় একাডেমির সংশালায় দোয়া ও আলোচনা সভা।

আলোচনা সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির নির্বাহী পরিষদ সদস্য জনাব যোগেন্দ্রনাথ সরেন, জনাব চিত্তরঞ্জন সরদার, জনাব সুসেন কুমার শ্যামদুয়ার ও মাহলে জাতিসত্তার প্রতিনিধি জনাব মাইকেল মান্ড্রি।

আলোচকগণ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এঁর সহধর্মীণি বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মু
কর্মময় জীবনের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, জাতির পিতার প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে সাহস ও
দিয়েছিলেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব। শেখ মুজিবর রহমান যখন বাড়ি ছেড়ে দেশের জন্য অ
সংগ্রামে দেশে ও বিদেশে ব্যস্ত থাকতেন কিংবা জেলখানায় বন্দী ছিলেন তখন সন্তানদের আগলে রেখে প
হাল শক্ত হাতে ধরেছিলেন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব। তাঁর ত্যাগ ও সংগ্রামী জীবনের আদর্শ প্র
ও নারীদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। একাডেমির প্রশিক্ষক জনাব মানুয়েল সরেন এর স
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব বেনজামিন টুডু, গবেষণা কর্মকর্তা, রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ নৃগোষ্ঠীর ক
একাডেমি।

অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র :

বঙ্গমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন একাডেমির কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ।

বক্তব্য উপস্থাপন করছেন জনাব যোগেন্দ্রনাথ সরে
সদস্য, একাডেমি নির্বাহী পরিষদ।

৭.৪.৬ জাতীয় শোক দিবস পালন:

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী, স্বাধীনত
স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান এঁর ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ১৫
২০২২ খ্রিষ্টাব্দ যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। দিবসের কর্মসূচির মধ্যে ছিল জেলা প্রশাসন, রাজশা
আয়োজিত শোক র‍্যালীতে অংশগ্রহণ ও জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, একাডেমিতে ক্ষুদ্র
শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ বিষয়ে রচনা লিখন ও চিত্রাংক প্রতিযোগিতা, কালো ব্যাচ
আলোচনা সভা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

জাতীয় শোক দিবসের অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির নির্বাহী পরিষদ সদস
যোগেন্দ্রনাথ সরেন, জনাব চিত্তরঞ্জন সরদার ও জনাব সুসেন কুমার শ্যামদুয়ার। আলোচকগণ বলেন, ব
থাকেল এদেশ স্বাধীন হতো না। দেশের মানুষের মুক্তির জন্য এবং দেশ স্বাধীন করার জন্য বঙ্গবন্ধু যে ত্যাগ
সংগ্রাম করেছেন তার প্রতিদান কোনভাবেই দেওয়া সম্ভব নয়।

একাডেমির প্রশিক্ষক জনাব মানুয়েল সরেন এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব বেনজা
গবেষণা কর্মকর্তা, রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি।

অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র :

জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন একাডেমির কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ।

জেলা প্রশাসন, রাজশাহী কর্তৃক আয়োজিত শোক র‍্যালীতে একাডেমির কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের একাংশ।

পুরস্কার হাতে বিজয়ী শিক্ষার্থী ও অতিথিবৃন্দ।

৭.৫ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি নির্ভর মতবিনিময় সভা ও সেমিনার

৭.৫.১ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি সংরক্ষণে করণীয় শীর্ষক সেমিনার ও একাডেমির নির্মাণ ও সংস্কার কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন:

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে "ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি সংরক্ষণে করণীয়" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ১২ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখে একাডেমির অডিটোরিয়ামে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব জি এস এম জাফরউল্লাহ্ এনডিসি, বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী ও সভাপতি, একাডেমি নির্বাহী পরিষদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক রুহুল আমীন প্রামানিক, জনাব যোগেন্দ্রনাথ সরেন, জনাব চিত্তরঞ্জন সরদার, জনাব সুসেন কুমার শ্যমদুয়ার, জনাব কলেস্তিনা হাঁসদা, সদস্য, একাডেমি নির্বাহী পরিষদ।

সেমিনারে রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী জেলা ছাড়াও চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, নওগাঁ জেলার সাঁওতাল, উরাও, মুন্ডা, মাহাতো, কোল, কোড়া, গোড়ায়েত, পাহাড়িয়াসহ অনান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জাতিসত্তার সমাজপতি, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ ও কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

সেমিনারে বিষয়ের উপর মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন একাডেমির গবেষণা কর্মকর্তা জনাব বেনজামিন টুডু। প্রধান অতিথি এই দিন একাডেমির মেইন গেট নির্মাণ ও অডিটোরিয়াম সংস্কার কাজের ভিত্তিপ্রস্তর উন্মোচন করেন। শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জনাব মো: রোকন মাসুম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন **জনাব কল্যাণ চৌধুরী,** উপপরিচালক, রাজ
বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), রাজশাহী।

অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র :

বক্তব্য উপস্থাপন করছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি
জনাব জি এস এম জাফরউল্লাহ্ এনডিসি, বিভাগীয় কমিশনার
রাজশাহী ও সভাপতি, একাডেমি নির্বাহী পরিষদ।

বক্তব্য উপস্থাপন করছেন অনুষ্ঠানের সভাপতি
জনাব কল্যাণ চৌধুরী, উপপরিচালক, রাজশাহী বিভাগী
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি ও অতিরিক্ত
জেলা প্রশাসক (সার্বিক), রাজশাহী।

ফলক উন্মোচন করেন
জনাব জি এস এম জাফরউল্লাহ্ এনডিসি,
বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী ও সভাপতি,
একাডেমি নির্বাহী পরিষদ।

নৃত্য পরিবেশনায় একাডেমির শিক্ষার্থীবৃন্দ।

৭.৫.২ সাঁওতাল জাতিসত্তার সংস্কৃতি সংরক্ষণ, প্রচার, প্রসার, লালন ও চর্চায় সচেতনতা শীর্ষক মতবিনিময়

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাঁওতাল জাতিসত্তার সং
সংরক্ষণ, প্রচার, প্রসার, লালন ও চর্চায় সচেতনতা শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৬ অক্টোবর ২০২
তারিখে নওগাঁ জেলার পত্নীতলা উপজেলার দীবর দিঘি গ্রামে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় আলে
হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ সরেন, সহকারী অধ্যাপক, প্রেমতলী ডিগ্রি কলেজ, পাউলুস টুডু, সহ
অধ্যাপক কৃষ্ণপুর ডিগ্রি কলেজ, উপজেলা পারগানা বাইসির সভাপতি লুইস সরেন, সাধারণ সম্পাদক বাবু যো
হেমরম, সহ-পারগানা ইগ্নেশিউস হেমরম, ক্যাশিয়ার মানাসী সরেন, গোপেন হাঁসদা, যতীন টপ্য সুধির
প্রমুখ। মতবিনিময় সভায় এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে প্রায় দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রী ও নারী পুরুষ অংশগ্রহণ কে
মতবিনিময় সভা শেষে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

একাডেমির ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সঙ্গীত প্রশিক্ষক মানুয়েল সরেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন একাডে
গবেষণা কর্মকর্তা বেনজামিন টুডু।

বক্তব্য উপস্থাপন করছেন জনাব বেনজামিন টুডু

বক্তব্য উপস্থাপন করছেন জনাব পাওলাস টুডু

অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

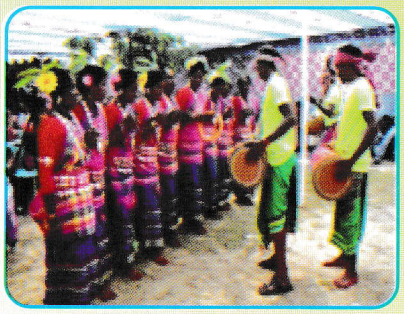
সাঁওতাল শিক্ষার্থীদের দং নৃত্য

৭.৫.৩ গোড়ায়েত ও ভূমিজ সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি চর্চা ও সংরক্ষণে করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা:

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে গোড়ায়েত ও ভূমিজ সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি চর্চা ও সংরক্ষণে করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৯ অক্টোবর ২০২২ খ্রি. তারিখে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলাধীন কাকনহাট পৌরসভা অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হেসেবে উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার প্যানেল মেয়র আব্দুলাহ আল মামুন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন একাডেমির নির্বাহী পরিষদ সদস্য যোগেন্দ্রনাথ সরেন, সুষেন কুমার শ্যামদুয়ার, পারগানা বাবুলাল মুরমু, দিনেষ হাঁসদা, সোনাতন সরেন, বিপ্লব বাস্কে এবং গোড়ায়েত ও ভূমিজ গ্রাম প্রধান ও নারী পুরুষ।

গোড়ায়েত ও ভূমিজ জাতিসত্তার বিলুপ্তপ্রায় সংস্কৃতি ও ভাষা চর্চা, প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণের জন্য সমাজ কাঠামোকে শক্তিশালী করণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয় এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ নিজ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি লালন, চর্চায় আগ্রহ প্রকাশ করেন। তারা একাডেমির মতবিনিময়ের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রমের ভূয়সি প্রসংশা করেন।

একাডেমির ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংগীত প্রশিক্ষক মানুয়েল সরেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন একাডেমির গবেষণা কর্মকর্তা বেনজামিন টুডু।

বক্তব্য উপস্থাপন করছেন প্যানেল মেয়র জনাব আল মামুন

বক্তব্য উপস্থাপন করছেন গোড়ায়েত সভাপতি

গোড়ায়েত শিল্পীদের নৃত্য

৭.৫.৪ পাহাড়িয়া মতবিনিময় সভা

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পাহাড়িয়া সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি বিকাশ ও সংরক্ষণে মাতৃভাষা চর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলাধীন ধামিলা পাহাড়িয়া গ্রামে ২৫ মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একাডেমির নির্বাহী পরিষদ সদস্য জনাব যোগেন্দ্রনাথ সরেন, কলেস্তিনা হাঁসদা পাহাড়িয়া গবেষণা ও উন্নয়ন সোসাইটির প্রধান অভিলাস পাহাড়িয়াসহ এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। একাডেমির সঙ্গীত প্রশিক্ষক জনাব মানুয়েল সরেন এর সঞ্চালনায় সভায় সভাপতিত্ব করেন একাডেমির গবেষণা কর্মকর্তা জনাব বেনজামিন টুডু।

অনুষ্ঠানের স্থিরচিত্র :

বক্তব্য উপস্থাপন করছেন জনাব যোগেন্দ্রনাথ সরেন

বক্তব্য উপস্থাপন করছেন জনাব বেনজামিন টুডু

নৃত্য পরিবেশনায় পাহাড়িয়া শিল্পীবৃন্দ

নৃত্য পরিবেশনায় পাহাড়িয়া শিল্পীবৃন্দ

৭.৫.৫ সাঁওতাল সংস্কৃতি সংরক্ষণ, বিকাশ, চর্চা, প্রচার ও প্রসার বিষয়ক মতবিনিময় সভা

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির আয়োজনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাঁওতাল জাতিসত্তার সংস্কৃতি সংরক্ষণ, বিকাশ, চর্চা, প্রচার ও প্রসার বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাজশাহী জেলার পবা উপজেলাধীন নওদাপাড়া পাস্টরাল সেন্টারে ১৫ মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও ডিডি, এসটিডি, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কারিতাস রাজশাহী এর আঞ্চলিক পরিচালক ডেভিড হেমরম। মতবিনিময় সভায় রাজশাহী নওগাঁ, জয়পুরহাট, নাটোর এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সাঁওতাল সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি, সমাজপতি সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গসহ প্রায় ১৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। দিনব্যাপী মতবিনিময় সভা সঞ্চালনা করেন একাডেমির সঙ্গীত প্রশিক্ষক মানুয়েল সরেন এবং সভাপতিত্ব করেন একাডেমির গবেষণা কর্মকর্তা বেনজামিন টুডু।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রশিক্ষণ

রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি

সেকশন ৩ প্রামানক

১.১.১

(১) সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ কর্মশালা:

(৩.৫.১) ৫। আয়োজিত কোর্স : ওয়েবসাইট বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা, তারিখ: ৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি.
স্থান: একাডেমি ভবন

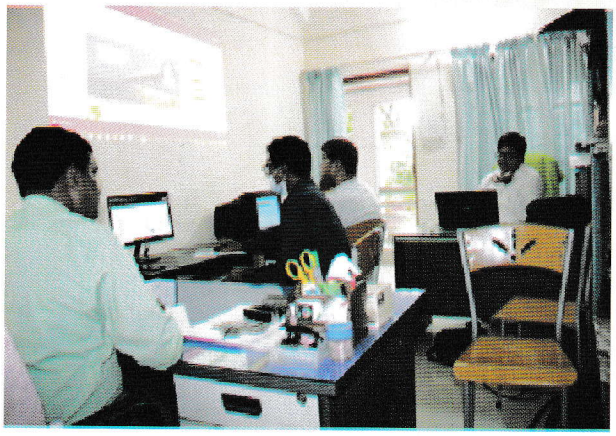

ওয়েবসাইট বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষক জনাব মোঃ নুরুজ্জামান দেওয়ান, প্রোগ্রামার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী ও একাডেমির কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ।

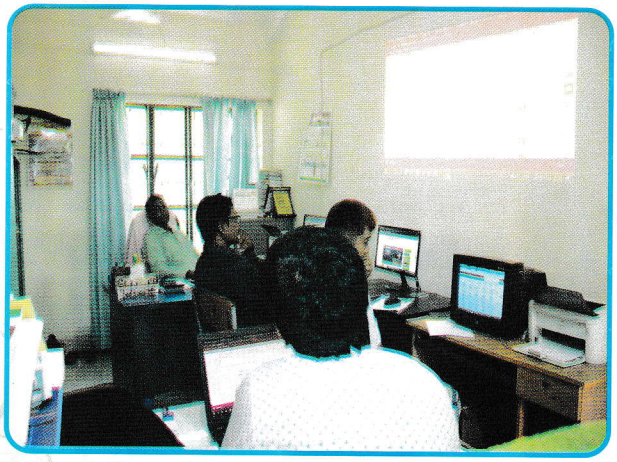

(১.৪.১) ৫। আয়োজিত কোর্স : মালো সঙ্গীত প্রশিক্ষণ কর্মশালা তারিখ ২৮-৩০ জুন ২০২৩
স্থান: উচাই, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট

প্রশিক্ষক দিলিপ মালো

প্রশিক্ষক বিপ্লব মালো

প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

প্রশিক্ষণার্থীবৃদ

(১.৪.১) ৬। আয়োজিত কোর্স : মুন্ডা সঙ্গীত প্রশিক্ষণ কর্মশালা
তারিখ ১০-১৩ জুন ২০২৩, বেনিঁয়ার, ধামুইরহাট, নওগাঁ

মুন্ডা সঙ্গীত প্রশিক্ষক মারিয়া গুড়িয়া

(১.৪.১) ৭। আয়োজিত কোর্স : নাটক প্রশিক্ষণ কর্মশালা স্থান: একাডেমি সংগ্রহশালা

প্রশিক্ষক জনাব শাহেদ সিদ্দিকী ফ্যন্সি ও লুবনা রশিদ সিদ্দিকা

দৈনিক
সুপ্রভাত রাজশাহী
সর্বদা সঠিক কথা বল
DAILY SUPROVAT RAJSHAHI

প্রচ্ছদ

রাজশাহীর খবর, শিরোনাম

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির কালচারাল একাডেমিতে তিন দিন ব্যাপি সংগীত কর্মশালার উদ্বোধন

- প্রকাশ সময় রবিবার, ১৬ এপ্রিল, ২০২৩
-

নিজস্ব প্রতিবেদক: রাজশাহী বিভাগের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য ধরে রাখতে এবং হারানো
পুণরুদ্ধারে কাজ করছে রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির কালচারাল একাডেমি। এরই ধারাবাহিকতায় ক্ষুদ্র নৃ
ছেলেমেয়েদের সমন্বয়ে শুরু হয়েছে তিনদিন ব্যাপি সাঁওতালী, পাহাড়িয়া ও বাংলা সংগীত কর্মশাল
একাডেমির আয়োজনে হলরুম ও সংগ্রহশালায় এই কর্মশালা চলছে। রোববার সকালে সভাপতি হিসেবে
থেকে কর্মশালার উদ্বোধন করেন অত্র একাডেমির গবেষণা কর্মকর্তা বেনজামিন টুডু।

এ সময়ে তিনি বলেন, রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির কালচারাল একাডেমি উত্তরবঙ্গ তথা রাজশাহী বিভাগের আটটি জেলায় বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির সম্প্রদায়ের হারানো সংস্কৃতি পুণরুদ্ধার, লালন, চর্চা এবং সংরক্ষণ বিষয়ে কাজ করে চলছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত সপ্তাহে নাচ প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে। রোববার সংগীত প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদ্বোধন করা হলো। এই ধরনের কর্মশালা পর্যায়ক্রমে চলতেই থাকবে। প্রতিটি প্রশিক্ষণ সুন্দর ও সঠিকভাবে গ্রহন করার জন্য শিক্ষার্থীদের পরামর্শ দেন তিনি। সেইসাথে সংস্কৃতি রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান গবেষণা কর্মকর্তা।

সংগীত প্রশিক্ষক মানুয়েল সরেনের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগীত প্রশিক্ষক কবীর আহম্মেদ বিন্দু ও গবেষণা সহকারী মোহাম্মদ শাহজাহান। এছাড়া খন্ডকালীন সংগীত প্রশিক্ষক অভিলাস বিশ্বাস, নরেন মুর্মু ও যোগেন মুর্মু উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও এই কর্মশালায় খন্ডকালিন প্রশিক্ষক হিসেবে আরো উপস্থিত থাকবেন যোগেন্দ্রনাথ সরেন, শিলা বিশ্বাস, তানজিলা জিন্নাত ও শেফালী কিস্কু।

প্রমাণক: সেকশন ৩ এর ১.৪
(১.৪.১)

৯। আয়োজিত কোর্স : উরাঁও সঙ্গীত প্রশিক্ষণ কর্মশালা তারিখ ২৬- ২৮ জুন ২
স্থান: গুণী গ্রাম, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন সিতারাম কুজুর

প্রশিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

প্রমাণক: সেকশন ৩ এর ১.৪
(১.৪.১)

১০। আয়োজিত কোর্স : কোল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সঙ্গীত প্রশিক্ষণ কর্মশালা তারিখ ২৭-২৯ জুন ২০২৩
স্থান: ফিল্টি পাড়া, বাবুডাইং, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

প্রশিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ

প্রশিক্ষণ চলাকালিন স্থিরচিত্র

চতুর্থ অধ্যায়

জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মকৌশল

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

সরকার বিঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারি কর্মকান্ডে দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ব ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে সরকারী কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার, সরকারের নির্বাচনী ইসতেহার, SDG, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও সপ্তম/অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থার উন্নয়ন-লক্ষ্যমাত্রা, Allocation of Business এবং মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামোর আলোকে প্রত্যেক দপ্তর সংস্থা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করে এবং সেই আলোকেই রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণীত ও স্বাক্ষরিত।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব এর সাথে রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির উপপরিচালক মহোদয়ের সাথে ২১ জুন ২০২২ তারিখে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এই দীর্গ সংগ্রামের চালিকাশক্তি ছিল একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাজের স্বপ্ন। ১৯৭৪ সালের ২৫শে ডিসেম্বরে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিল, সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে হলে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু একটি কথা ভূলে গেলে চলবে না চরিত্রের পরিবর্তন না হলে এই অভাগা দেশের ভাগ্য ফেরানো যাবে কি না সন্দেহ। স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনার উর্ধ্বে থেকে আমাদের সকলকে আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি করতে হবে। আমাদের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সকল কাজে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্রনিষ্ঠার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কোলোত্তীর্ণ মানদন্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তি পর্যায়ে এর অর্থ হলো কর্তব্য নিষ্ঠা ও সততা, তথা চরিত্রনিষ্ঠা। এই দলিলটিতেও শুদ্ধাচারের এই অর্থকেই গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলন অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ সমসম্বিক রুপ হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার অনুশীলনও জরুরি। রাষ্ট্রীয় আইনকানুন ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি ও দর্শন এমনভাবে প্রণীত ও অনূসৃত হওয়া প্রয়োজন যাতে এগুলি শুদ্ধাচারী জীবন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের চেতনা নির্দেশ করে যে, বাংলাদেশ হবে একটি ন্যায়ভিত্তিক, শুদ্ধাচারী সমাজ এর নাগরিকবৃন্দ, পরিবার, রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজও হবে দুর্নীতিমুক্ত ও শুদ্ধাচারী। ব্যক্তি মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা ও অধিকার সংরক্ষণ এবং সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রের আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রণীত হয়েছে এবং অনুসৃত হচ্ছে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সামগ্রিক উদ্যোগের সহায়ক কৌশল হিসেবে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকান্ডে শুদ্ধাচার প্রতিফলনের জন্য অন্যান্য বছরের মতো ২০২২-২০২৩ অর্থবছরেও সুনির্দিষ্ট কৌশল প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের নিমিত্ত কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। গবেষণা কর্মকর্তা একাডেমির নৈতিকতা কমিটির সভাপতি। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিবীক্ষণ কাঠামোর আওতায় মোট ৪টি সভা করা হয়।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার)

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) হলো নাগরিক ও সেবাদাতাদের মধ্যে একটি চুক্তি যেখানে সেবা সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ ও নির্দেশনা বিবৃত হয়। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সেবা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা আনয়ন করে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

সরকার বিঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন এবং সরকারি কর্মকান্ডে দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ব ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে সরকারী কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকার, সরকারের নির্বাচনী ইসতেহার, SDG, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ও সপ্তম/অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সংস্থার উন্নয়ন-লক্ষ্যমাত্রা, Allocation of Business এবং মন্ত্রণালয়ের বাজেট কাঠামোর আলোকে প্রত্যেক দপ্তর সংস্থা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন করে এবং সেই আলোকেই রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণীত ও স্বাক্ষরিত।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব এর সাথে রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমির উপপরিচালক মহোদয়ের সাথে ২১ জুন ২০২২ তারিখে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এই দীর্গ সংগ্রামের চালিকাশক্তি ছিল একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ সমাজের স্বপ্ন। ১৯৭৪ সালের ২৫শে ডিসেম্বরে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিল, সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে হলে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু একটি কথা ভূলে গেলে চলবে না চরিত্রের পরিবর্তন না হলে এই অভাগা দেশের ভাগ্য ফেরানো যাবে কি না সন্দেহ। স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনার উর্ধ্বে থেকে আমাদের সকলকে আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি করতে হবে। আমাদের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সকল কাজে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্রনিষ্ঠার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। এর দ্বারা একটি সমাজের কোলোত্তীর্ণ মানদন্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তি পর্যায়ে এর অর্থ হলো কর্তব্য নিষ্ঠা ও সততা, তথা চরিত্রনিষ্ঠা। এই দলিলটিতেও শুদ্ধাচারের এই অর্থকেই গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি পর্যায়ে শুদ্ধাচার অনুশীলন অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ সমসন্বিক রুপ হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার অনুশীলনও জরুরি। রাষ্ট্রীয় আইনকানুন ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি ও দর্শন এমনভাবে প্রণীত ও অনূসৃত হওয়া প্রয়োজন যাতে এগুলি শুদ্ধাচারী জীবন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের চেতনা নির্দেশ করে যে, বাংলাদেশ হবে একটি ন্যায়ভিত্তিক, শুদ্ধাচারী সমাজ এর নাগরিকবৃন্দ, পরিবার, রাষ্ট্রীয় ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজও হবে দুর্নীতিমুক্ত ও শুদ্ধাচারী। ব্যক্তি মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা ও অধিকার সংরক্ষণ এবং সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রের আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রণীত হয়েছে এবং অনুসৃত হচ্ছে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সামগ্রিক উদ্যোগের সহায়ক কৌশল হিসেবে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' প্রণয়ন করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকান্ডে শুদ্ধাচার প্রতিফলনের জন্য অন্যান্য বছরের মতো ২০২২-২০২৩ অর্থবছরেও সুনির্দিষ্ট কৌশল প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের নিমিত্ত কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। গবেষণা কর্মকর্তা একাডেমির নৈতিকতা কমিটির সভাপতি। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিবীক্ষণ কাঠামোর আওতায় মোট ৪টি সভা করা হয়।

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার)

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন্স চার্টার) হলো নাগরিক ও সেবাদাতাদের মধ্যে একটি চুক্তি যেখানে সেবা সংক্রান্ত যাবতীয় বিবরণ ও নির্দেশনা বিবৃত হয়। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সেবা প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা আনয়ন করে।

সিটিজেন্স চার্টার সেবা কার্যক্রমে নাগরিকদের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি এবং সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের জবাবদিহি বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নাগরিক সেবা

সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি সংরক্ষণ, বিকাশ, চর্চা, লালন, প্রচার, প্রসারে করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা ও সেমিনার আয়োজন।	মতবিনিময় সভা ও সেমিনার আয়োজন মাধ্যমে সেবা প্রদান।	কার্ড/আমন্ত্রন পত্র	বিনামূল্যে	সংশ্লিষ্ট অর্থবছর	গবেষণা কর্মকর্তা ০১৭১৫-৮৪৪৫৬৮

প্রাতিষ্ঠানিক সেবা

সেবার নাম	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং প্রাপ্তিস্থান	সেবার মূল্য	সেবা প্রদানের সময়সীমা	দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে বাদ্যযন্ত্র ও সাংস্কৃতিক উপকরণ প্রদান	অনুষ্ঠান আয়োজন ও প্রতিযোগিতার মাধ্যমে।	আয়োজিত অনুষ্ঠান ও প্রতিযোগিতা।	বিনামূল্যে	সংশ্লিষ্ট অর্থবছর	গবেষণা কর্মকর্তা / গবেষণা সহকারী ও প্রশিক্ষক (ক্ষুনৃস)
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কৃতি নারী, শিল্পী সম্মাননা প্রদান	পত্রিকা ও অনলাইনে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহবান।	বায়োডাটা, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের প্রমাণক	বিনামূল্যে	বিনামূল্যে বিজ্ঞপ্তির সময়সীমা অনুযায়ী	উপপরিচালক/ গবেষণা কর্মকর্তা ০১৭১৫-৮৪৪৫৬৮

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংধিানের ২১(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, 'সকল সময়ে জনগণের সেবা করার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য'। সেবার মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন জনসেবা প্রদানকারী দপ্তরসমুহের কার্যক্রমের সচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা। এতদুদ্দেশ্যে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা একটি কাযকর পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং যে-কোন প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও কার্যকারিতা পরিমাপের অন্যতম সূচক হিসেবে এটি বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। জনগণের নিকট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমুহের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, সেবার মানোন্নয়ন এবং সুশাসন সংহতকরণের মাধ্যমে ভোগান্তি বিহীন জনসেবা নিশ্চিতকরনই অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থার মূখ্য উদ্দেশ্য। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হলো সরকারি সেবার মান বৃদ্ধি, কমসময়ে, স্বল্প ব্যয়ে ও ভোগান্তি ছাড়া সেবা প্রদানে এগিয়ে আসার মনোবৃত্তি প্রসার। অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে একাডেমির অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা ও আপিল বর্মকর্তা রয়েছে।

সেবা প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট হলে অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তিনি সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যোগাযোগ করে সমস্যা অবহিত করা যায় বা অভিযোগ দায়ের করা যায়;

ক্রমিক	কখন যোগাযোগ করবেন	যোগাযোগের ঠিকানা	নিষ্পত্তির সময়সীমা	কোথায় যোগাযোগ করবেন
১.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সমাধান দিতে ব্যর্থ হলে	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা	৩০ কার্যদিবস	গবেষণা কর্মকর্তা
২.	অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা নিদিষ্ট সময়ে সমাধান দিতে না পারলে	আপিল কর্মকর্তা	৩০ কার্যদিবস	উপপরিচালক
৩.	আপিল কর্মকর্তা নিদিষ্ট সময়ে মাধান দিতে না পারলে	মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সেল	৯০ কার্যদিবস	মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা

তথ্য অধিকার

তথ্য পাওয়ার অধিকার নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার য আমাদের সংবিধানের ৭ ও ৩৯ অনুচ্ছেদে বর্ণিত রয়েছে। তবে সুনির্দিষ্ট আইনের অভাবে জনগণ সহজে তথ্যলাভ করতে সক্ষম নয়। কোন নাগরিক বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যে সংস্থাকে তথ্য দেওয়ার অনুরোধ জানায়, চাহিত তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা সে প্রতিষ্ঠানের ওপরই বর্তায়, অন্য কারো ওপর নয়। সুনির্দিষ্ট আইনের অভাবে কোন প্রতিষ্ঠান তথ্য সরবরাহে অনীহা বা গাফিলতি প্রদর্শন করত। সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর এধরনের মানসিকতা রোধে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ প্রবর্তন করে। আইনটি জনহনের ক্ষমতায়নে মাইলফলক। আইনটির অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো দেশের প্রচলিত অন্যসব আইনে কর্তৃপক্ষ জনগনের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে কিন্তু এ আইনে জনগণ কর্তৃপক্ষের ওপর ক্ষমতা আরোপ করে। এটি একটি শক্তিশালী নাগরিকবান্ধব আইন। প্রকৃতই জনগণের আইন। সর্বজনীন আইন। শ্রেণীগত ভেদাভদ নির্বিশেষে সর্বস্তরের নাগরিককে রাষ্ট্রের তথ্য পাওয়ার অধিকার দেয়।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আওতায় এ একাডেমির ওয়েবসাইটে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও আপিল কর্তৃপক্ষের তথ্যাবলি (নাম, মোবাইল, ইমেইল), তথ্য অধিকার আইন/২০০৯, সংক্রান্ত বিভিন্ন ফরম সন্নিবেশ করা হয়েছে। চাহিদানুযায়ী তথ্য সরবরাহ করার পাশাপাশি এ একাডেমির 'তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা-২০১৫' রয়েছে যা হালনাগাদ করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ক্রমিক	কর্মকর্তা	নাম ও পদবী	মোবাইল নং
১.	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	মানুয়েল সরেন, প্রশিক্ষক (ক্ষুনৃসঃ)	০১৭৪০-৩২০৬০১
২.	বিকল্প কর্মকর্তা	কবির আহম্মেদ বিন্দু, প্রশিক্ষক (সঙ্গীত)	০১৭১৬-২৩৮৮৬৭

উদ্ভাবনী কার্যক্রম

সরকারী কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজিকরণ ও সুশাসন সুসংহতকরণে সরকারী দপ্তর সংস্থা ও জনপ্রশাসনে উদ্ভাবন চর্চার ভূমিকা অপরিসীম। কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজিকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি অত্র রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমিতেও একটি ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে।

ইনোভেশন টিমের কার্যপরিধি:

(১) রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমিতে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া এবং কাজের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনয়ন;

(২) এই সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনার প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং একাডেমির সভায় উপস্থাপন।

(৩) নিয়মিত টিমের সভায় অনুষ্ঠান, কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ।

(৪) মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন টিমের সাথে যোগাযোগ সমন্বয় সাধন; এবং

(৫) প্রতি বৎসর ৩১ জানুয়ারির মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের একটি পূর্ণাঙ্গ বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং একাডেমির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।

২০২২-২৩ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন ও সেবা কার্যসমুহ:
একাডেমির ২টি সেবা ডিজিটালাইজট করা হয়।

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রধান অর্জনসমুহ:

* জাতীয়, আন্তর্জাতিক, জন্মবার্ষিকী ও ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠী দিবসসহ সর্বমোট ৩০টি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
* ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫টি সেমিনার / আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে;
* ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাতকার ভিত্তিক ১টি ডকুমেন্টারী ফ্লিম নির্মাণ করা হয়েছে;
* ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের গানের ১টি মিউজিক এ্যালবাম নির্মাণ করা হয়েছে।

বিভিন্ন ফোকাল পয়েন্ট ও ডেজিগনেটেড অফিসারদের তালিকা

ক্র: নং	বিষয়	ফোকাল পয়েন্ট/ডেজিগনেটেড কর্মকর্তার নাম, পদবি ও ফোন নম্বর
১.	এসডিজি (Sustainable Development Goals)	বেনজামিন টুডু, গবেষণা কর্মকর্তা ০১৭১৫-৬৪৪৫৬৮
২.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)	মানুয়েল সরেন, প্রশিক্ষক (ক্ষুনৃস) ০১৭৪০-৩২০৬০১
৩.	তথ্য অধিকার আইন	মানুয়েল সরেন, প্রশিক্ষক (ক্ষুনৃস) ০১৭৪০-৩২০৬০১
৪.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা	বেনজামিন টুডু, গবেষণা কর্মকর্তা ০১৭১৫-৬৪৪৫৬৮
৫.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল	লুবনা রশিদ সিদ্দিকা, প্রশিক্ষক, ০১৭১১১-৪৮৩৫১২
৬.	সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত	মোহাম্মদ শাহজাহান, গবেষণা সহকারী ০১৮৬৮-৮১৮৮৯১
৭.	ইনোভেশন	কবির আহম্মেদ বিন্দু প্রশিক্ষক (সঙ্গীত) ০১৭১৬-২৩৮৮৬৭

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জ সমুহ

* উন্নত সমাজ গঠনে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে দেশীয় সংস্কৃতির সাথে সংযোগ স্থাপনে জনসচেতনতার অভাব। তরুণ ও যুব সমাজকে অপসংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে রক্ষার জন্য দেশিয় সংস্কৃতির পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি রক্ষা করা একাডেমির বড় চ্যালেন্স।
* সাংস্কৃতিক বৈশ্বিকিকরণের প্রভাব মোকাবেলা।
* সংস্কৃতি বিষয়ক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমুহ (Sustainable Development Goals) এবং তার আলোকে নির্ধারিত করে দর্শকসমুহকে মন্ত্রণালয়ের কাজের সাথে একাডেমির কাজের সমন্বয় সাধন।
* চতুর্থ শিল্পবিল্পবের কারণে নতুন প্রজন্মের নিকট মাতৃভাষার ব্যবহার ও সংরক্ষণ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

রাজশাহী বিভাগের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী জনগণের মাঝে সাংস্কৃতিক সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রমকে তরান্বিত, গতিশীল ও স্থায়ীকরণর জন্য সাংস্কৃতিক ক্লাব / সংঘ / চর্চাকেন্দ্র স্থাপন।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রবন্ধ

কোল কামার
(বাংলার বিলুপ্তপ্রায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী)

বেনজামিন টুডু
গবেষণা কর্মকর্তা
রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, রাজশাহী।

কোল কামার নামকরণঃ

বাংলার বিলুপ্তপ্রায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে কোল কামার বা কোল জনগোষ্ঠী একটি। তারা কোলহে হিসেবেও পরিচিত। কোল কামার বা কোলহে নামকরণের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা যায় মূলতঃ পেশাগত কারণেই তাদের নাম কোল কামার হয়েছে। কোল কামারদের আদি পেশা ছিল লোহার সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার অস্ত্র ও ব্যবহার্য যন্ত্রপাতি তৈরী করা। তারা লোহার সাহায্যে দা, বটি, হাঁসুয়া, কুদাল, খুন্তি, ছুরি, তীর ধনুক, বল্লম ইত্যাদি অস্ত্র ও সামগ্রী অতি নিপুনভাবে তৈরী করতে পারতো। এই লোহার কাজই ছিল তাদের জীবিকার প্রধান ও একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু কালক্রমে তারা তাদের আদি পেশা ছেড়ে কৃষি কাজে জড়িয়ে পড়ে। জীবিকার সন্ধানে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমনের ফলে জীবন ধারণ এবং ক্ষুধা নিবারণের জন্য তারা কৃষি কাজকেই সময়ের প্রেক্ষিতে বেশি প্রয়োজন অনুভব করায় লোহার কাজ ছেড়ে দিয়ে কৃষিকাজে জড়িয়ে পড়তে থাকে। তাছাড়া নতুন নতুন এলাকায় বসতি স্থাপন, নতুন এলাকায় লোহার সামগ্রীর বিনিময়ে খাদ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রেও তাদের নানা সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। সুতরাং সঙ্গত কারণেই তাদের মধ্যে পেশা পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভুত হয়। কালের পরিক্রমায় লোহার কাজ চলে যায় কামার নামক অপর একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর দখলে।

আদিবাসী মাহলে সম্প্রদায়ের প্রধান পেশা বাঁশের সাহায্যে ডালি, সাজি, পাখা, কুলা ইত্যাদি গৃহ সামগ্রী তৈরী করা। কিন্তু অনুধা মাহলে ছাড়াও অন্য সম্প্রদায়ের অনেকে বাঁশের কাজকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের আওতায় এনে প্রয়োজনীয় গৃহ সামগ্রী তৈরী ও বাজারজাত করে জীবিকা নির্বাহ করছে। ফলশ্রুতিতে মাহলে সম্প্রদায়ের কর্মক্ষেত্র আপনা থেকেই সংকুচিত হচ্ছে। আর এর কারণে মাহলে শুধু বাঁশের কাজের উপর নির্ভরশীল হতে না পারায় কৃষি ও কায়িক শ্রমে জড়িয়ে যাচ্ছে। বিশ্বায়ন ও যুগের পরিস্থিতিতে তারা পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হচ্ছে। একই ভাবে স্বর্ণ শিল্পের আদি ইতিহাস পর্যালোচনা করতে জানা যায় যে, স্বর্ণ শিল্পের সাথে এক সময় ভারতীয় উপমহাদেশে শুধুমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা জড়িত ছিল। কিন্তু কালক্রমে স্বর্ণ শিল্প হিন্দু ছাড়াও অন্যদের দখলে চলে যায়। ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি বৃহৎ অংশ তাদের বাপ দাদার আদি পেশা স্বর্ণকার পেশা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং বাধ্য হয়ে জীবিকার তাগিদে অন্য পেশা গ্রহণ করে। আর এভাবেই পেশাগত পরিচয় থাকলেও অনেক ছোট ছোট সম্প্রদায় তাদের আদি পেশা ধরে রাখতে পারেনি। আদিবাসী কোল কামারেরাও একইভাবে তাদের বাপ দাদার আদি পেশা ধরে রাখতে না পারলেও তাদের নৃ-তাত্ত্বিক পরিচিতি কোল কামার থেকেই গেছে।

রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলা এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার বাবুডাইং এলাকায় বাস করে কোল কামার। গত ২১ মার্চ ২০১২ বিল বুলঠা গ্রামে গিয়ে গবেষকের কথা হয় গ্রামের মাঞ্জহি বা মোড়ল মিঠুন হাঁসদা ওরফে মিঠুন কোল, তার স্ত্রী মালতি মুরমু, বিজলু হাঁসদা, রেণু টুডু, টপলো মুরমু, সরলা হাঁসদা, রাজীব হাঁসদাসহ আরো অনেকের সাথে। তারা তাদের আদি ও চিরায়ত প্রথা, ইতিহাস, ঐতিহ্য সর্ম্পকে নানা তথ্য তুলে ধরতে চেষ্টা করেন। কেন তাদের সম্প্রদায়ের পরিচিতি বা নাম কোল কামার হলো এমন প্রশ্নের জবাবে মালতি মুরমু জানান: এই সম্প্রদায়ের লোকেরা আগে কামারের কাজ, লোহা লক্কড়ের সাহায্যে বিভিন্ন দ্রব্যাদি তৈরী করত। আর এর জন্যই তারা কোল কামার বলে পরিচিতি লাভ করে। তিনি জানান, এই তথ্যটি তিনি তার বাপ দাদার কাছ থেকে জেনেছেন। নতুন প্রজন্মের কেউ কেউ এই মতের বিরোধীতা করলেও প্রবীণরা সবাই মালতির মতামতকেই সঠিক

হিসেবে গ্রহণ করেন। তারা জানান, বর্তমান সময়ে তাদের মধ্যে কেউ কামারের কাজ করে না। তারা মূলত কৃষির উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করছে। অধিকাংশ কোল বসতি জন ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকায় গড়ে উঠে। তারা একাকি কোলাহলমুক্ত পরিবেশে প্রকৃতির শ্যামল ছায়াতলে শান্তিতে বসবাস করতে ভালোবাসে। কিন্তু সম্প্রতি যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে কোল বসতি ঘেঁসে অ-আদিবাসীরা বসতি স্থাপন করছে এবং কোলরা নানাভাবে নির্যাতিত ও বিতাড়িত হচ্ছে। তারা মূলত: খাস ভুমিতে বাস করে। কিছু টাউট ও ভূমিদস্যুদের দ্বারা ক্রমাগত হয়রানি ও নির্যাতনের ফলে তাদেরকে প্রতিনিয়ত উচ্ছেদ আতংকের মধ্যে থাকতে হয়। আদিবাসী কোলরা বাঙালীদের কাছে সাঁওতাল হিসেবেই পরিচিত। আদিবাসী সাঁওতালদের মতোই তারাও নিজেদেরকে হড় বা হরো বলে। হড় বা হরো এর বাংলা অর্থ মানুষ। অর্থ্যাৎ তারাও বিশ্বাস করে যে, বিধাতা যতগুলো মানুষ জাতি বা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেছেন তারাও তারই একটি অংশ। ইতিহাসবিদ ও নৃতাত্ত্বিকদের মতে, কোলরা হচ্ছে প্রোটো অস্ট্রালয়েড শ্রেনিভুক্ত এবং ভাষার দিক দিয়ে তাদের কোল ভাষা হলো মুন্ডারী ভাষার অর্ন্তভূক্ত।

কোলদের অবস্থান ও জনসংখ্যা:

কোলদের আদি নিবাস ভারতবর্ষ। মূলত জীবিকার সন্ধানেই তারা এদেশে আসে এবং বাংলার সীমান্তবর্তি এলাকা চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায় বসতি স্থাপন করে। বাংলায় আগমনের পূর্বে তাদের আদি নিবাস কোথায় ছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে গ্রাম প্রধান / মাঞ্জহি মিঠুন হাঁসদা ওরফে মিঠুন কোল জানান, কোলদের আদি নিবাস ছিল ভারতের বর্তমান ঝাড়খন্ড রাজ্যে। তারা জীবিকার সন্ধানে ভারতে থেকে বাংলায় এসেছেন। বৃটিশ শাসনামলে তারা ভারতের ঝাড়খন্ড রাজ্যের ডুমকা জেলা থেকে এদেশে এসে বাবুডাইং ও এর আশেপাশের এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। এই এলাকাটি ছিল বন জঙ্গলে ভরা এবং ছোট ছোট পাহাড়ী টিলা উপটিলা দ্বারা বেষ্টিত। টিলা এবং উপটিলার মাঝে আঁকা বাঁকা খাল। এলাকাটি একটি জন বিচ্ছিন্ন এলাকা ছিল। বিভিন্ন হিংস্র বন্য প্রানী ও প্রতিকূল পরিবেশকে জয় করে কোল সম্প্রদায় বাবুডাইং এলাকায় বসতী স্থাপন করে। কালক্রমে এখান থেকে তারা নিকটবর্তী এলাকাতে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৩১ সালের আদমশুমারী থেকে জানা যায় যে, ভারতের রেওয়া নামক এলাকায় কোলদের বসবাস ছিল যার সংখ্যা প্রায় ২,০০,২৪৯ জন। অতপর ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের আদমশুমারী মতে, ভারতের যুক্তপদেশে ২৭,৬৭৬ জন, মধ্যপ্রদেশ এবং বেরারেতে ৯৩,৯৪৪ জন ও মধ্য ভারতে ৩২,০৭৬ জন কোল আদিবাসী বসবাস করত। আমাদের দেশের আদম শুমারীতে আদিবাসীদের পৃধকভাবে দেখানো হয়নি। দেখানো হয়নি পৃথক পৃথকভাবে কোন আদিবাসী সম্পদায়ের সংখ্যা। সুতরাং পৃথকভাবে শুধুমাত্র আদিবাসীদের নিয়ে জরিপ না হওয়া পর্যন্ত আদিবাসীদের মোট জনসংখ্যা নিয়ে সঠিকভাবে বলা মুসকিল। এতদ্বত্বেও বিভিন্ন সূত্র থেকে জনসংখ্যা সর্ম্পকে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। তবে ২০১১ সালের সরকারী আদম শুমারী থেকে জানা যায় যে, বাংলাদেশে আদিবাসী কোল সম্প্রদায়ের সংখ্যা প্রায় ২,৮৩৪ জন মাত্র।

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা "তাবিথা ফাউন্ডেশন" কোলদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজ করছে। তাবিথা ফাউন্ডেশন কোলদের জনসংখ্যার উপর একটি জরিপ কার্য সম্পন্ন করে।

২০০৯ সালে তাবিথা ফাউন্ডেশনের জপির থেকে কোলদের যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তা নিম্নের সারণীতে তুলে ধরা হলোঃ-

ক্রমিক নং	গ্রামের নাম	পুরুষ	মহিলা	১৮ বছরের নীচে শিশু ও ছেলে মেয়ে	মোট
০১	নুনগোলা	৫৭	৫১	৪৬	১৪৪ জন।
০২	ঠাকুর যৌবন	১৬	২১	১৬	৫৩ জন।
০৩	বসত পুর	৪৪	৩২	৪০	১১৬ জন।
০৪	ঠুনঠুনি পাড়া	১৫	১৯	১৭	৫১ জন।
০৫	চাতরা পাড়া	২২	২৪	২১	৬৭ জন।
০৬	গংগা পুকুর	২২	২২	২০	৬৪ জন।
০৭	চট্রিগ্রাম	২৬	৩১	৩২	৮৯ জন।
০৮	জোকার পাড়া	০৪	১৩	৫	২২ জন।
০৯	সাগরাম পাড়া	৩১	১৯	২৫	৭৫ জন।
১০	হোসেনডাং বোলঠা	৮০	৭৩	৭০	২২৩ জন।
১১	বাবু ডাং	১৭৩	১৮৪	১৮৩	৫৪০ জন।
১২	সারাইগাছি	১৭	২১	১৯	৫৭ জন।
১৩	বিল বৈলঠা	৭৮	৮১	৮৫	২৪৪ জন।
১৪	চিকনা ডাঙ্গা পাড়া	৫৫	৪৮	৫৪	১৫৭ জন।
১৫	কৈকুড়ী	২২	২২	২০	৬৪ জন।
মোটঃ	গ্রামঃ- ১৫টি।	৬৬২ জন।	৬৬১ জন।	৬৫৩ জন।	১৯৭৬ জন।

কোলদের অবস্থান নিম্নের সারণীতে দেখানো হলো:

ক্রমিক নং	গ্রামের নাম	উপজেলা / জেলা
০১	বিল বুলঠা (বাবু ডাং)	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা
০২	বাবু ডাং	,,
০৩	শান্তি পাড়া	,,
০৪	ছটি গ্রাম (আশ্রয়ন প্রকল্প)	,,
০৫	চাত্রা	রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলা
০৬	ফিল পাড়া	,, ,,
০৭	আজিরা বুলঠা	,, ,,
০৮	ছটি পুকুর (গঙ্গা পুকুর)	,, ,,
০৯	বসতপুর	,, ,,
১০	চিকনা	,, ,,
১১	সিধনা সাগরাম পাড়া	,, ,,
১২	যৌবন	,, ,,
১৩	ঠাকুর যৌবন	,, ,,
১৪	নুন গোলা	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার (রহনপুর) গোমস্ড়াপুর উপজেলা
১৫	ঠনঠনী	নওগাঁ জেলার সারাইগাছি
১৬	তেপোখরা	নওগাঁ জেলার পত্নীতলা
১৭	আগ্রা	নওগাঁ জেলার ধামুইর হাট উপজেলা

গোত্র পরিচিতিঃ

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কোলদের গোত্র বা পদবীর সাথে সাঁওতালদের গোত্র পদবীর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বৃহত্তর আদিবাসী সাঁওতালদের ১২টি পদবীর মতই তারাও মুরমু , কিস্কু, টুডু, সরেন, হাঁসদা, কিস্কু, মারান্ডী পদবী ব্যবহার করে থাকে। তবে অনেকে নামের শেষে কোল ব্যবহার করে। যেমন লাছাল কোল, সুনিল কোল, মিনতি কোল, জসেদা কোল ইত্যাদি। তবে তাদের নিজস্ব গোত্র পদবী ছিল বলে জানালেন কোল সমাজপতি ও বয়োবৃদ্ধরা। যেমন: সাইচুরী তাদের একটি গোত্র পদবী।

সমাজ কাঠামোঃ

প্রতিটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী তথা আদিবাসীদের নিজ নিজ সমাজ পরিচালনার জন্য নিজস্ব ও স্বতন্ত্র সমাজ কাঠামো রয়েছে। এটি তাদের চিরায়ত সমাজ ব্যবস্থা। অবশ্য বর্তমানে অনেক আদিবাসী সম্প্রদায়ের সমাজ কাঠামোতে বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু কোল কামার সম্প্রদায়ের সমাজ কাঠামো এখনও সেই আদিম রীতিতেই চলমান। আদিবাসী কোলরা তাদের সমাজকে তাদের মাতৃভাষায় মাতো বলে থাকে। মূলতঃ নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক বন্ধন গড়ে তোলা, সামাজিক সুশাসন প্রতিষ্ঠা, ন্যায্যতা ও সম্প্রীতির লক্ষ্যে নিজস্ব সমাজ কাঠামোকেই তারা যথেষ্ঠ বলে মনে করে এবং এই সংগঠনের উপর তাদের বিশ্বাস, আস্থা ও নির্ভরশীলতা অনেক বেশি। বৃহত্তর আদিবাসী জনগোষ্ঠী সাঁওতালদের সামজিক সংগঠন মাঞ্জহি বাইসিতে সাত সদস্য বিষিষ্ঠ একটি কমিটি রয়েছে। অতি সম্প্রতি বেশ কিছু এলাকায় সাত এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৯/১১ সদস্যে দাঁড়াচ্ছে এবং মহিলাদের মধ্য থেকেও মাঞ্জহি কমিটিতে সদস্য নেওয়া হচ্ছে। এর পেছনে যে যুক্তি বড় করে দেখানো হচ্ছে তা হলো সমাজের এক বৃহৎ অংশ নারীদের বাইরে রেখে সমাজে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখা কঠিন এবং এতে করে উন্নয়নও ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়।

কোল কামারদের সমাজ পরিচালনার ভার মূলত: দুইজন ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল। এরা হলেন সমাজ নেতা, যিনি গ্রামের মোড়ল-'মাঞ্জহি' এবং অপরজন হলেন গোড়েত এবং গ্রামের সকল পরিবারের কর্তারা হলেন সাধারণ সভ্য। তারা সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে মাঞ্জহি-কে সর্বাত্নক সহযোগিতা করেন। গ্রামের কোন ব্যক্তি কোন সমস্যায় পড়লে তা থেকে পরিত্রান বা মুক্তি লাভের জন্য তিনি মাঞ্জহি-এর নিকট আর্জি করেন। অতপর: মাঞ্জহি তার আর্জি মোতাবেক গোড়েতকে গ্রাম সভা আহবানের নির্দেশ প্রদান করেন। নির্দেশ মোতাবেক গোড়েত গ্রামের প্রতিটি খানা প্রধানকে সভায় যথা সময়ে উপস্থিত হওয়ার বার্তা পৌছে দেন। মাঞ্জহি গ্রাম সভায় সভাপতিত্ব করেন। সামাজিক কোন গোলযোগের ক্ষেত্রে সভায় বিবাদমান পক্ষ-বিপক্ষ এর জবানবন্দী শোনা হয়, উপস্থিত স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য নেওয়া হয় ও জেরা করা হয়। এরপর সমাজ নেতা মাঞ্জহির নির্দেশে ৩/৫/৭/৯/ সদস্য বিশিষ্ট একটি রায় কমিটি করা হয়। রায় কমিটিরা বাদী, আসামীর জবানবন্দী, স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য এবং কোন তথ্য প্রমান যদি প্রদর্শিত হয়ে থাকে সকল বিষয় পুংখানুপুংখভাবে বিচার বিশ্লেষন করে রায় ঘোষণা করেন। রায় সাধারনত তখনই কার্যকর করার চেষ্ঠা করা হয়। শারীরিক কোন শাস্তির ক্ষেত্রে রায় ঘোষণার পর পরই কার্যকর করা হলেও আর্থিক জরিমানার ক্ষেত্রে তৎক্ষনাৎ জরিমানার অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হলে উপযুক্ত জামিনদারের মাধ্যমে অপরাধীকে কিছু দিনের সময় দেওয়া হয়ে থাকে। প্রসংগত এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পূর্বে শারীরিক শাস্তি হিসেবে বেত্রাঘাত, মাথা ন্যাড়া করা, চুল কেটে দেওয়া, একঘরে করে রাখা অর্থ্যাৎ সমাজচ্যুত করার বিধান প্রচলিত ছিল। কিন্তু আদিবাসী কোল কামার সম্প্রদায়ের লোকেরা বেশির ভাগ নিরক্ষর হলেও পরিবেশ ও পারিপার্শিকতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের সমাজে ঐরুপ শাস্তির বিধান তুলে নিয়েছে। তবে তাদের চিন্তা চেতনা ও ভাব ধারায় লক্ষ্য করা গেছে, যেহেতু তাদের ছেলেমেয়েরা এখন শিক্ষামুখী হচ্ছে এবং অনেকেই সনাতন ধর্ম ছেড়ে খ্রীষ্টান ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ছে সেহেতু তাদের সমাজেও ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। তারাও এই পবির্তনকে ইতিবাচক হিসেবেই গ্রহণ করতে প্রস্তুত। তবে নিজ জাতি ও

সমাজের জন্য ক্ষতিকর যে কোন বিষয়কে তারা বয়কট করবে বলে সমাজপতিরা জানান।

কোলদের ধর্মঃ

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কোল সম্প্রদায়ের আদি ধর্ম হলো সনাতন ধর্ম। বিল বুলঠা গ্রামের মাঞ্জহি মিঠুন হাঁসদা ওরফে মিঠুন কোল জানান, কোল সম্প্রদায়ের লোকেরা সনাতন ধর্ম পালন করলেও তাদের নিজস্ব কোন উপাশনালয় নেই। তিনি বলেন, হিন্দুদের মন্দির, খ্রীষ্টানদের গীর্জা, বৌদ্ধদের প্যাগোডা, মুসলমানদের মসজিদ রয়েছে, কিন্তু কোলদের কোন মন্দির বা উপাশনালয় আগেও ছিলনা, এখনও নেই। তারা বছরে একবার রাধাকৃষ্ণ কীর্তন করেন। রাধাকৃষ্ণ কীর্তনের সুনির্দ্দিষ্ট কোন দিন তারিখ নেই। আগে গ্রামের লোকেরা নিজেরাই চাঁদা তুলে কীর্তনের আয়োজন করতেন। এখন আর্থিক দৈন্যতার জন্য পাঁচ গ্রামের একসাথে কীর্তন করার ব্যবস্থা করেন। রাধাকৃষ্ণ কীর্তন ছাড়াও তারা হিন্দুদের মনষা, কালী, দূর্গাসহ বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা অর্চনা করে থাকেন। আদিবাসী কোলদের ধর্মীয় বিশ্বাস অত্যন্ত প্রবল ও প্রগাঢ়। তারা প্রকৃতির মাঝে সৃষ্টিকর্তা ভগবান / ঈশ্বরকে খুঁজে পেতে চান। তাদের মতে, প্রকৃতির মাঝে ভগবান বা ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তি, আশ্চর্য ক্রিয়া ও উপস্থিতি নানা সময় নানারুপে প্রকাশিত হয়। যেমন: ঝড় বৃষ্টিতে বিদ্যুৎ চমকালেই তারা রাম, রাম, রাম বলে বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভগবানকে ডাকেন। আবার কোন বিপদের সময় মা দূর্গা, দূর্গা বলে উঠেন। তাদের বিশ্বাস; রাধাকৃষ্ণ, দূর্গা, কালী, মনসা ও বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করলে তারা সন্তুষ্ট থাকবে। ফলে অপরাপর কোন অপশক্তি, অপদেবতা বা কোন কিছুই তাদের কোন প্রকার ক্ষতি বা অনিষ্ট করতে পারবে না। আর দেবদেবীর পূজা করার কারণে তারা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। বিশ্বাসই যে ধর্মের মূল ভিত্তি তাদের এই প্রগাঢ় ধর্ম বিশ্বাস থেকে তা সহজেই বোঝা যায়।

কোলদের মাতৃভাষাঃ

অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মত কোলদেরও নিজস্ব মাতৃভাষা রয়েছে। কোলদের মাতৃভাষার নাম কোলহে ভাষা। সাঁওতাল এবং কোলদের মাতৃভাষাতেও অনেকাংশে মিল রয়েছে। মিশনারী লুথারেন চার্চের বেসকারী উন্নয়ন সংস্থা "তাবিথা ফাউন্ডেশন" কোল শিশুদের জন্য বিল বৈলঠা গ্রামে ২০০৮ সালে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে। এটিই কোলদের জন্য বাংলাদেশে প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয়। সংগঠনটির নির্বাহী পরিচালক মিঃ ষ্টেফান সরেন জানান, কোলদের মাতৃভাষা এবং সাঁওতালদের মাতৃভাষার মধ্যে ৯৭ ভাগ মিল রয়েছে। কিছু আঞ্চলিকতা এবং নিজস্ব কিছু কথা বলার ধরণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণে তা সাঁওতালদের ভাষার সাথে মাত্র ৩ ভাগ অমিল রয়েছে। আদিবাসী কোলদের সব কথা সাঁওতালরা বুঝতে পারে, কিন্তু তাদের মত করে বলতে পারে না। পক্ষান্তরে, সাঁওতালদের ভাষা কোলরা বুঝতে পারে এবং বলতেও পারে। একজন কোল এবং একজন সাঁওতাল সাবলীলভাবে সাঁওতালদের মাতৃভাষা সান্তালীতে আলাপ আলোচনা করতে পারে। মূলত: বৃহত্তর আদিবাসী সাঁওতাল জনগোষ্ঠী এবং কোল ও মাহলেদের মাতৃভাষা একই ভাষাগোষ্ঠীর অর্ন্তভূক্ত বলে ঐতিহাসিক ও নৃবিজ্ঞানীরা অভিমত ব্যক্ত করেন।

কোলরা নিজেদের মাতৃভাষায় তাদের মনের ভাব আদান প্রদান করে থাকে। নিজেদের পরিবারে এবং নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাব বিনিময়ের প্রধান মাধ্যম বা বাহন তাদের নিজস্ব মাতৃভাষা। কোল থেকে কোলহে মাতৃভাষার উৎপত্তি। সাঁওতাল, মাহ্লে এবং কোলদের ভাষা বাংলা হরফের সাহায্যে শুদ্ধভাবে লেখা যায় না, সঠিক অর্থও প্রকাশ করে না এবং শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা যায় না। দেখা যায়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পূর্ণ অর্থ প্রকাশ না করে বিকৃতরুপ ধারণ করে সম্পূর্ণ পৃথক একটি অর্থ প্রকাশ করে যা ঐ শব্দের সাথে কোন মিল নেই। কিন্তু রোমান হরফে কোলদের ভাষা সঠিক ও শুদ্ধরুপে লেখা যায়, শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা যায় এবং শব্দের সঠিক অর্থও প্রকাশ করে। নিম্নের সারণীতে সাঁওতালদের মাতৃভাষা সান্তালী এবং কোলদের কোলহে ভাষার কয়েকটি শব্দের উল্লেখপূর্বক উচ্চারণ ও অর্থগত যে পার্থ্যক পরিলক্ষিত হয় তা তুলে ধরা হলো।

বাড়ীতেও কনের অভিভাবকদের যথাসাধ্য আপ্যায়ন করা হয়ে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে বর এবং কনেকে পরস্পরের অভিভাবকরা দেখার পর পচ্ছন্দ হলে আইবারী বিবাহ কাজ এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় যোগাযোগ শুরু করেন। উভয় পক্ষের অভিভাবকদের পচ্ছন্দ এবং মতামতের ভিত্তিতে হরক: তিলক তথা এনগেজমেন্টের দিনক্ষণ নির্ধারন করা হয়। নির্ধারিত দিনে বরের পক্ষের কয়েকজন অভিভাবক, কয়েকজন আত্নীয় স্বজন, সমাজ তথা মাতোর পক্ষ থেকে কয়েকজন কনের বাড়ীতে যায় এবং কনেকে তিলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আর্শিবাদ করে আসে। এই অনুষ্ঠানে সাধারনত পুরুষ লোকেরাই যায়, কোন মহিলা এমনকি বরের মা পর্যন্ত যায় না।

বিয়ের আগের দিন মাড়োয়া করা হয়। ঘরের ভিতর আঙ্গিনায় চার কোনায় চারটি বাঁশের খুটি পোতা হয় এবং মাঝখানে পোতা হয় একটি লম্বা খুঁটি। খড়ের সাহায্যে তৈরী একটি মানুষ এর মাথায় মাথল দিয়ে লম্বা খুটির মাথায় আটকানো থাকে। এই মাথল দেখলেই তারা বুঝতে পারে এটি বরের বাড়ী এবং কনে হলে লম্বা খুটির মাথায় আটকানো খড়ের মেয়ে মানুষকে কাপড় দিয়ে শাড়ি পরানোর মত করে পেচানো থাকে। এই চিহ্ন দেখামাত্রই বোঝা যায় এটি কনের বাড়ী। মাড়োয়ার মাঝ খুটির সাথে একটি আমের ডাল, মহুয়ার ডাল এবং বাঁশের কয়েকটি কঞ্চি একসাথে পোতা হয়। বিয়ে উপলক্ষ্যে থান তথা পূজাস্থানে দেবতার উদ্দ্যেশে ধুপ সিন্দুর দিয়ে পূজা করা হয়। এখানে দুই / তিনজন যারা বর হলে ছেলের ভাই, কনে হলে কনের ভাই নিজের বা নিজ বংশের দেবতাকে নিজ শরীরে ধারণ করে (যাকে কোল ভাষায় রুম বোংগা বলা হয়) থান থেকে বাদ্যের তালে তালে নাচতে নাচতে মাড়োয়ার নীচে আসে। তখন মাড়োয়ার নীচে একটি ছাগলের পাঠা বলী দেওয়া হয় এবং রুম বোংগারা বলী দেওয়া পাঠার রক্ত খায়। এই সময় তাদেরকে সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। পাঠাবলীর রক্ত পানের পর তারা পুকুরে গিয়ে গোশল করে। বিয়ে এবং মাড়োয়া নামে দেবতার উদ্দেশ্যে যে পাঠাবলী দেওয়া হয় তার মাংস দিয়ে ভোজ দেওয়া হয়। এই ভোজে নিমন্ত্রিত অথিতি ছাড়াও গ্রামের সবাই অংশগ্রহণ করে থাকে।

পণ প্রথাঃ

পণ কথাটির অর্থ হলো মূল্য। পণ প্রথাটি আদিবাসী / ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমাজে যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। সাধারনত বরের পিতাকে পনের টাকা দিতে হয় এবং কনের পিতা সেই পনের টাকা গ্রহণ করে থাকেন। পনের টাকা বর এবং কনের পিতামাতা নিজেরা নিজেদের মত করে লেনদেন করতে পারেন না। এজন্য সমাজের তথা গ্রাম প্রধান ও কয়েকজন গ্রামবাসীর উপস্থিতি থাকা বাঞ্চনীয়। ঘটকের মাধ্যমে নির্ধারিত দিনে সামজের লোকদের উপস্থিতিতে পণের টাকা লেনদেন হয়। বহু আগে থেকেই পণের পরিমান প্রচলিত আছে মাত্র ১২ টাকা। এছাড়াও বরের পিতা কনের পিতাকে সহায়তা স্বরুপ দেড় মন চাউল প্রদান করেন। তবে এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সাধারনত: অস্বচ্ছল কনের পিতা সহায়তা স্বরুপ চাউল গ্রহণ করেন। অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল কনের পিতারা বিয়ের জন্য সহায়তা স্বরুপ বরের পিতার নিকট থেকে কোন প্রকার সহায়তা গ্রহণ করেন না।

উৎসবঃ

তাদের নিজস্ব সামাজিক উৎসব নেই বললেই চলে। জানা যায় বহু আগে তাদের মাঝে মাতো নাকম এক উৎসব বেশ ঘটা করে পালন করা হতো। মাতো এর পরিবর্তে এখন কালী পূজা হয় বলে অনেকেই জানান। তবে কোলদের সবচেয়ে বড় সামাজিক উৎসব হলো সাকরাত পূজা। সাধারনত: পৌষ সংক্রান্তির পরের দিন বেশ ঘটা করে নাচ গানের মধ্য দিয়ে পালন করা হয় সাকরাত পরব। এছাড়াও কোলরা গেরাম পূজা নামক এক পূজা করে থাকে। গ্রামের মঙ্গল কামনা এবং সকল মঙ্গল থেকে পরিত্রান পাওয়ার এবং বিপদমুক্ত থাকার জন্য গেরাম পুজা করা হয়ে থাকে।

উপসংহার: সরকারী গেজেটে গেজেটভুক্ত কোল সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি অনেকটা হুমকির মুখোমুখি। শিক্ষার অভাব, অতিরিক্ত নেশা পানের প্রচলন, সঞ্চয়ের অভাব, দুর্বল সমাজ কাঠামো, সাংস্কৃতিক সচেতনতা, চর্চা, ও লালনের অভাব, বিদেশী সংস্কৃতির আগ্রাসনসহ নানাবিধ কারণে কোলদের সাংস্কৃতি বিপন্নপ্রায়। এই বিপন্নতার কবল থেকে কোল জাতিসত্তাকে রক্ষা করতে হলে সরকারী, বেসরকারী এবং ব্যক্তি পর্যায় থেকেও সচেতন মহলকে এগিয়ে আসতে হবে।